ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-177 ■ 5 April, 2025 ■ আগরতলা ৫ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ২২ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংসদের উভয়কক্ষে ওয়াকফ বিল পাস

এক ঐতিহাসিক মুহুর্ত ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.)।। সংসদের উভয় কক্ষে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল এবং মুসলমান ওয়াকফ (প্রত্যাহার) বিল পাশকে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শুক্রবার ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে যে, এক্স হ্যান্ডলের একাধিক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন; "সংসদের উভয় কক্ষে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল এবং মুসলমান ওয়াকফ (প্রত্যাহার) বিল পাশ এক সন্ধিক্ষণ যা সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার, স্বচ্ছতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধিতে আমাদের এক যৌথ প্রয়াস। এটি দীর্ঘ সময় ধরে সমাজের প্রান্তসীমায় থেকে যাওয়া চাহিদা ও সুযোগের দিক থেকে অবহেলিত মানুষজনের কল্যাণ করবে।"

"সংসদের সমস্ত সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, সংসদীয় ও কমিটিগত আলোচনায় যাঁরা অংশ নিয়েছেন, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন এবং এই আইনকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছেন। বিশেষ ধন্যবাদার্হ সেইসব মানুষজন, যাঁরা সংসদীয় কমিটিতে নিজেদের মূল্যবান মতামত জানিয়েছেন। আবারও বলতে হয়, বিস্তৃত বিতর্ক এবং আলোচনার গুরুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।"

"দশকের পর দশক ধরে ওয়াকফ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও দায়িত্বের দিকটি অবহেলিত থেকে গেছে। এতে বিশেষভাবে স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে মুসলমান মহিলা, দরিদ্র মুসলমান এবং পসমন্দা মুসলমানদের। সংসদে পাশ হওয়া এই আইন মানুষের অধিকারকে সুরক্ষিত করবে এবং স্বচ্ছতার প্রসার ঘটাবে।"

"আমরা এখন এমন এক পর্বে প্রবেশ করলাম যার পরিকাঠামো হবে আরও আধুনিক, সংবেদনশীল এবং সামাজিক ন্যায় বিচার সম্পন্ন। বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিটি নাগরিকের মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দিতে আমরা দায়বদ্ধ। এইভাবেই আমরা এক শক্তিশালী, আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অনুভূতিপ্রবণ ভারতবর্ষ গড়ে তুলবো।"

ওয়াকফ সংশোধনী বিল

অন্যায় ও দুর্নীতির যুগের অবসান ঃ সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। ওয়াকফ সংশোধনী বিল অন্যায় ও দুর্নীতির যুগের অবসান ঘটাবে এবং দরিদ্র, বঞ্চিত মুসলমানদের ন্যায় প্রদান করবে। আজ ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন তিনি বলেন, লোকসভার পর রাজ্যসভায় ম্যারাথন আলোচনার পর ওয়াকফ সংশোধনী বিলের অনুমোদন মিলেছে। এই বিলের মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে চলে আসা অন্যায় ও দুর্নীতির যুগের অবসান ঘটাবে এবং দরিদ্র, বঞ্চিত মুসলমানদের ন্যায় প্রদান করবে। অনেক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রহ্মকুন্ডের উন্নয়নে বাজেটে ১৪ কোটি সংস্থান রেখেছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। জনজাতি অংশের মানুষের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি ব্রহ্মকুন্ড মেলার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও এর উন্নয়নে বাজেটে ১৪ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছে রাজ্য সরকার।

শুক্রবার বিকেলে মোহনপুর মহকুমার সিমনায় ৩দিন ব্যাপী ব্রহ্মকুন্ড মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এখানে আসার পর অনেক বিষয়ে জানতে পারলাম। বিশেষ করে ব্রহ্মকুন্ড মেলার ইতিহাস সম্পর্কে। আর এই মেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এখানে বছরে দুবার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবার বসন্ত কালে মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। মেলাকে ঘিরে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও অস্থি বিসর্জনের মতো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও এখানে সম্পন্ন হয়। আগে বাংলাদেশ থেকেও এই মেলায় লোকজন আসতেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কারণে এখন সেখান থেকে লোক আসতে পারেন না। তবে এরপরও আজ এখানে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে। তিনদিন ধরে চলবে এই মেলা। রাস পূর্ণিমা ও অশোকাষ্টমী উপলক্ষে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেলাকে ঘিরে আমরা মানুষের মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতির মেলবন্ধন দেখতে পাই। আমরা বলছি ত্রিপুরা রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হিসেবে গড়ে তুলবো। আর এই ঝলক এখানে এসে দেখতে পেয়েছি। বিশেষ করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রহ্মকুন্ড মেলা চত্বরে ভয়াবহ ঘটনা থেকে অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। আজ থেকে অশোকাষ্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মাকুণ্ড মেলা শুরু হচ্ছে। মেলার উদ্বোধনের কয়েক ঘণ্টা আগে ব্রহ্মাকুণ্ড মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চের ডানদিকের সবজি বাজারে আছড়ে পড়ে বিশাল বট গাছ। তবে এতে কেউ হতাহত হননি।

প্রসঙ্গত, আজ থেকে সিমনা ব্রহ্মকুণ্ড মেলা শুরু হচ্ছে। মোহনপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত সিমনায় ওই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। তিনদিন ব্যাপী চলবে ওই মেলা। আজ মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে ওই মেলার উদ্বোধন হবে। কিন্তু মেলা শুরু হওয়ার প্রাক মুহুর্তে মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চের ডানদিকের সবজি বাজারে আছড়ে পড়ে বিশাল বট গাছ। তবে এতে কেউ হতাহত হননি।

এবিষয়ে মেলা কমিটির সদস্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।কারণ, মেলা প্রাঙ্গন চত্বরে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা নেই বললেই চলে। মেলা চত্বরে কয়েকজন টিএসআর জওয়ান ছাড়া দূর্যোগ মোকাবিলা কর্মী, দমকলকর্মী সহ অন্যান্যদের এখনো পর্যন্ত দেখা মিলে নি।

অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি সংসদের উভয়কক্ষ

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.)।। শুক্রবার সংসদের উভয় কক্ষের কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি করা হয়েছে। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, অধিবেশনে ১০টি বিল পেশ করা হয়েছিল এবং ওয়াকফ সংশোধনী বিল সহ মোট ১৬টি বিল পাস হয়েছে। এই অধিবেশনে মোট উতাদনশীলতা ১১৮ শতাংশের বেশি ছিল।

উল্লেখ্য, চলতি অধিবেশনে ওয়াকফ সংশোধনী বিল-২০২৫ সংসদের উভয় কক্ষে পাস হয়। ১২ ঘন্টা আলোচনার পর বুধবার লোকসভায় এই বিলটি পাস হয়। আর প্রায় ১৪ ঘন্টা আলোচনার পর বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এই বিলটি পাস হয়।

কলেজ ছাত্রীর উপর যুবকের আক্রমণের অভিযোগ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ এপ্রিল।। সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীর উপর আক্রমনের ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে হেনস্থার পাশাপাশি ওই যুবতিকে এ্যাসিড দিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীর কাছ থেকে জানা যায়, মহাবিদ্যালয়ে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য আজ এসেছিলেন। সে সময় উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার বিলথৈ এর এক যুবক জাবেদ হক সেই মেয়েটির কাছে থাকা ব্যাগ টেনে নেবার চেষ্টা করে। ব্যাগ ছিড়ে ফেলে। তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন সহ অন্যান্য জিনিস নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

ছেলেটির কাছ থেকে কোন রকমে মোবাইল এবং ব্যাগ উদ্ধার করে দৌড়ে পালিয়ে আসে সরকারি মহাবিদ্যালয়ের কমার্স বিল্ডিং এ বলে জানায় অভিযোগকারী। ওই যুবতি আরো জানান কমার্স বিল্ডিং এ এসে অন্যান্য বান্ধবীদের সহযোগিতায় মহাবিদ্যালয়ের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কাছে সাহায্য চান সে বিষয়ে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা এসে সে বিষয় নিয়ে ছেলে এবং মেয়েটিকে একসাথে বসে আলোচনা হয় এবং আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত অনুসারে ছেলেটি মেয়েটির কাছে ক্ষমা চায়। কিন্তু মেয়েটি তার মামার সাথে সরকারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে

১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। গোটা ত্রিপুরায় কোটি কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারির তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তারপরও মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছেন না। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে গোটা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে প্রদেশ কংগ্রেস। আযে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী সাহা বলেন, জমি কেলেঙ্কারী ত্রিপুরার একটি বড় কেলেঙ্কারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবিষয়ে ত্রিপুরা বিধানসভায় কংগ্রেসের বিধায়করা আলোচনা করতে চাইলে তাঁদের থামিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে তুলে ধরেন।

এদিন শ্রী সাহা বলেন, গত ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সিপাহীজলার ডিএম রাজ্য সরকারের নিকট জমি দুর্নীতির নিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। ওই চিঠিতে ১৪০০ কানি জায়গার দুর্নীতির বিষয়ে উল্লেখ্য করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি, ওই চিঠিতে জমি মাফিয়াদের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট দফতরের দুইজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর নামও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, চিঠি দেওয়ার ২২ দিনের মাথায় তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাঁর অপরাধ সাধারণ মানুষ হয়ে জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। ওই চিঠিতে সিপাহীজলা জেলার ডিএম লেখেন, সিপাহীজলা জেলায় কোনো দলিল প্রমাণ ছাড়াই জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া, খাস জমি নিজেদের ব্যবহারের রূপান্তরিত করা, খাস জমিকে বরাদ্দকৃত জমি হিসেবে দেখানো হয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসন্তী সপ্তমীতে ভক্তপ্রাণ মানুষের সমাগম, আজ অষ্টমী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে আগরতলা শহরের দুর্গাবাড়িতে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মহাসপ্তমী তিথিতে দুর্গাবাড়ি মন্ডপে অসংখ্য ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

প্রসঙ্গত, হিন্দু ও বাঙ্গালীদের অন্যতম প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা। আশ্বিন মাসে জাঁকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা হলেও কালের পূজা হল চৈত্র মাসে। চৈত্র মাসের এই পূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। রাজধানী আগরতলা শহরের দুর্গা বাড়িতে অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার ছিল মহাসপ্তমী। এদিন মহাসপ্তমী তিথিতে দুর্গাবাড়ি মন্ডপে অসংখ্য ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। পুরোহিত জানিয়েছেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চেয়ারম্যানদের দ্বন্দ্বে বন্ধ হল পিঙ্ক টয়লেটের নির্মাণ কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। কৈলাসহরে পিঙ্ক টয়লেট নির্মাণকে কেন্দ্র করে পুর পরিষদেট চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগে। তাতে বন্ধ হয়ে পড়ে নির্মাণ কাজ।

পুর পরিষদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায় জানান যে, এতসব উন্নয়নের মধ্যে শহর এলাকায় শিশুদের জন্য এবং মহিলাদের জন্য টয়লেট নির্মানে বাঁধা দিচ্ছেন খোদ কৈলাসহর পুর পরিসদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে। এই বাঁধাদানের মাধ্যমে ভাইস চেয়ারম্যান গোটা শহরের মহিলাদের অপমান করছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকাশ্যেই জানান কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায়।সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায়, পুর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রদীপ সরকার, ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার বিশ্বজিত দাস, পুর পরিসদের কাউন্সিলর জয়দ্বীপ দাস, সিদ্ধার্থ রায়, মানষি রায় এবং পুর পরিসদের টাউন সুপারভাইজার মনিষ দাস। সাংবাদিক সম্মেলনে পুর পরিসদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায় জানান যে, তিনি পুর পরিসদের চেয়ারম্যান হয়েছেন চার বছর হয়েছে। এই চার বছর সময়কালে কৈলাসহর পুর পরিসদের বিভিন্ন এলাকায় নতুন পাকা রাস্তা, সি.সি রোড, ড্রেন, পাবলিক টয়লেট, পুকুর খনন, বেকার শেড, রাস্তা সংস্কার, অফিস বিল্ডিং, পার্ক, পুকুর সংস্কার, বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি নানান উন্নয়ন মূলক কাজ হয়েছে। এবং ধারাবাহিক সেসব কাজ চলছেও।এতসব উন্নয়ন মূলক কাজ হলেও খোদ কৈলাসহর শহরে মহিলাদের জন্য কোনো ধরনের টয়লেট নেই।

কৈলাসহর

সেই কথা চিন্তা করে বিগত ২০২৪সালে বারো জুলাই কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায় এবং ভাইসা চেয়ারম্যান নীতিশ দে-এর উপস্থিতিতে এক সভায় লিখিত ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে, কৈলাসহর শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে টয়লেট নির্মান করা হবে। সেই সিদ্ধান্তের পর সাম্প্রতিক কালে প্রধানমন্ত্রীর ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পে কৈলাসহর শহর এলাকায় শিশু এবং মহিলাদের জন্য উন্নত মানের ছয়টি পিংক টয়লেট এসেছে। সম্পুর্ন কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় একেকটি পিংক টয়লেট নির্মানে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। যথারীতি শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছয়টি পিংক টয়লেট নির্মানের কাজ শুরুর পর শহরের লায়ন্স ক্লাবের পাশে কার্গিল কর্নারে পিছনে পিংক টয়লেট নির্মানে বাঁধা দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন খোদ কৈলাসহর পুর পরিসদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে এবং কৈলাসহর মন্ডলের সভাপতি প্রীতম ঘোষ বলে জানান পুর পরিসদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায়। চেয়ারম্যান আরও জানান যে, কার্গিল কর্নারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফার্মেসি থেকে ওষুধ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ এপ্রিল।। ফার্মেসি থেকে ওষুধ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, পেঁচারথল বাজার এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা অমর রায় গত বৃহস্পতিবার বিকাল নাগাদ বাড়িতে হঠাৎ ডাইরিয়া হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ হওয়ার পরেই সঙ্গে সঙ্গে অমর রায়ের ছেলে আকাশ রায় তখন বাড়ির পাশে পেঁচারথল বাজার এলাকায় শ্যামলা ফার্মেসী থেকে ওষুধ ক্রয় করে নিয়ে আসে বাড়িতে। তখন ওষুধটি খেলে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে উনার স্ত্রী মিরা রায় এবং উনার ছেলে আকাশ রায় অমর রায়কে পেঁচারতল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। তখন কর্তব্যরত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু বাইক চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। আজ সকালে লরি ও বাইকের সংঘর্ষে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে ঘটনাস্থলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই বাইক চালক। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকাল আটটা নাগাদ আমতলী থানার অন্তর্গত ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা কন্যা ধর্ষণ কান্ডে অভিযুক্তের ২০ বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ এপ্রিল।। নাবালিকা বলাৎকার এবং ধর্ষণকাণ্ডে আজ আবারো ধর্ষকের ২০ বছরের জেল ঘোষণা করেন স্পেশাল জাজ শংকর লাল দত্ত।ঘটনার উল্লেখ থাকে যে অমরপুর বীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত গামুখা শিবটিলা বিন্দা ছড়া এলাকায় দশ বছরের নাবালিকা কন্যাকে বলাৎকার ও ধর্ষণ করার অভিযোগে ২০ বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ২০২৩ সালে লক্ষ্মী পূজার ঠিক দুদিন আগে অমরপুর গামুখা শিবটিল এলাকার দশ বছরের নাবালিকা কন্যাকে বলৎকার এবং ধর্ষণ করেন ওই এলাকারই বিজয় মনি রূপিণী।ঐদিন সকাল আনুমানিক দশটার সময় নাবালিকা কন্যাটি যখন জনজাতিদের ঐতিহ্য বাহী খাবার তথা শামুক এবং সবজি আনতে নিকটবর্তী বিন্দা ছড়া এলাকায় যায়, তখন ঐ এলাকারই বিজয়মনি রূপিণী নাবালিকার পিছন পিছন এগোতে থাকে। নির্জন এলাকায় একা পেয়ে নাবালিকা কন্যাকে প্রথমে বলাৎকার এবং পরবর্তীতে ধর্ষণ করে।বিজয়মনি রূপিনি নাবালিকা কন্যাকে এই বলে ভয় দেখায় -এই ঘটনা যদি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবর্জনায় ঢাকছে হাওড়া নদী, সংস্কারের দাবি আড়ালিয়াবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৪ এপ্রিল।। আগরতলার আশপাশ এলাকায় হাওড়া নদী খুবই খারাপ অবস্থায়। এমনটাই অভিযোগ জানালো এলাকাবাসী।

আগরতলা আড়ালিয়া এলাকায় ঠাকুর পূজোর মূর্তিগুলি ফেলে দেওয়া হচ্ছে হাওড়া নদীতে। এগুলো উঠানোর কোন উদ্যোগ নেই। নদীর জলের খুব খারাপ অবস্থা। প্লাস্টিকের বোতলসহ বিভিন্ন আবর্জনা দেখা যাচ্ছে হাওড়া নদীতে।

একসময় খুব বালু ছিল। কিন্তু এখন শুধু মাটি। ফলে নদীতে আগের মত স্নান করতে কিংবা মাছ ধরতে লোক যায় না। এই নদীর উপর এলাকার প্রচুর মানুষ তাদের দৈনন্দিন জলের চাহিদা মেটাতেন। কিন্তু বর্তমানে নদীর খুব খারাপ অবস্থা।

সরকারের কাছে এলাকাবাসী অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে নদীতে ফেলা মূর্তি ও অন্যান্য আবর্জনা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নদীতে আবর্জনা না ফেলার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন।

জাগরণ আগরতলা,৫ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
২২ চৈত্র, শনিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বেকারত্বই বড় সমস্যা

উন্নয়নশীল দেশ ভারতে বেকারত্ব অন্যতম জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। দেশে বেকারত্ব যত বাড়িতে আছে ততই অভাব অনটন ও বাড়িতেছে। কর্মহীন মানুষ দুমুঠো অন্যের সংস্থানে হন্যে হইয়া ঘুরিতেছে। যদিও সরকারও বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। বিভিন্ন রাজ্যে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে চাকরি আয়োজন করা হইতেছে। ওইসব চাকরি মেলার মধ্য দিয়া বহু বেকারের কর্মসংস্থান হইতেছে। কিন্তু তাহা সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। কয়েক বছর আগে নীতি আয়োগের রিপোর্ট ছিল, ৪৫ বছরের মধ্যে শিখর ছুঁইয়াছে বেকারত্ব। ধামাচাপা পড়িয়া যায় সেই রিপোর্ট। আর গত অক্টোবরে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রচারে বেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেন, ভারতে বেকারত্বের হার ছ'বছরে সর্বনিম্ন। জোয়ার আসিয়াছে কর্মসংস্থানে। মোদির ওই দাবিকে মানদণ্ড ধরিয়াই বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা লোকসভা ভোটে প্রচারের সুর বাধিয়াছেন। কিন্তু যাবতীয় প্রচার ও পরিসংখ্যানে জল ঢালিয়া দিল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (আইএলও) এবং ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের যৌথ সমীক্ষা রিপোর্ট। 'দি ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট ২০২৪'-এ জানানো হইল, ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে ভারতের যুবসমাজের বেকারত্ব। দেশে মোট কর্মহীনের মধ্যে ৮৩ শতাংশই যুবক-যুবতী। ২০০০ সালে দেশে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর হার ছিল ৩৫ শতাংশ। ২২ বছরে সেটা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ২০২২ সালে ওই পরিসংখ্যান আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ৬৬ শতাংশে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, এর মধ্যে আট বছরই মোদির অমৃতকাল। আর উদ্বেগজনক তথ্য? ভারতে যত মানুষের জীবিকা রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ৯০ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে। অথচ, ২০০০ সালের পর থেকে কিন্তু সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থানই বাড়ছিল। ২০১৮'র পর থেকে আবার শুরু হয় উলটপুরাণ। সমীক্ষায় বলা হইয়াছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের পরও দেশের বহু যুবক-যুবতী নামমাত্র বেতনের চাকরি পাইতেছেন। আর তাহার থেকেও বড় দুশ্চিন্তার কারণ, কাজের সুরক্ষা নাই। তাই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের পেশায় আসিতে চাইছেন না তাঁহারা। ফল? বাড়িতেছে বেকারত্ব। নরেন্দ্র মোদি এখন সবথেকে বেশি জোর দিতেছেন নারীশক্তির উপর। মহিলা ভোটকেই চব্বিশের ভোট জয়ের অন্যতম মন্ত্র হিসেবে দেখিতেছেন তিনি। অথচ ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট বলিতেছে, বেকারত্বের জ্বালায় সবথেকে বেশি ভুগিতেছে ভারতের নারীরাই। স্নাতক ডিগ্রি থাকা যুবক ও যুবতীদের বেকারত্ব সবথেকে বেশি ভারতে। তাহার মধ্যেও যুবতীদের কর্মহীনতা ৫ গুণ বেশি।

এখানেই শেষ নয়। গ্রামীণ ভারতের অর্থনীতিকে নয়া ভারতের চালিকাশক্তি হিসেবে দাবি করিয়াছে মোদি সরকার। অথচ আইএলও বলিতেছে, গ্রামীণ ভারতে নিয়মিত রোজগার আছে, যুব সমাজের এমন প্রতিনিধি মাত্র ১৭ শতাংশ। এই ইস্যুতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের আক্রমণ, 'এখন তো আর বিরোধীরা বলিতেছে না। আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ সংস্থার রিপোর্ট এই ভয়াবহ তথ্য দিয়াছে। ঠিকা এবং চুক্তির কর্মক্ষেত্রে অবাধে ছাঁটাই চলিতেছে।' মোদি সরকারের অর্থনীতির ফর্মুলা এটাই!'

এই রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে অবশ্য সার কথাটি বলিয়াছেন মোদি সরকারেরই মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনন্ত নাগেশ্বরণ। তাঁহার স্পষ্ট বক্তব্য, 'সরকার হস্তক্ষেপ করিলেই যে সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, এমন ভাবনাটাই ভুল। বেকারত্ব দূর করা কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেক বেকার যুবক যুবতীদের

স্বউদ্যোগে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি চাকরির ওপর নির্ভর করিলে জীবন বিপন্ন হইবে। কেননা কোন সরকারের পক্ষেই সকল বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা কোনদিন এই সম্ভব হইবে না। বেকারত্বের দায় সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

বঞ্চিত এবং যোগ্যদের পাশে থাকবে রাজ্য, সাংবাদিক সম্মেলনে আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): বঞ্চিত এবং যোগ্যদের পাশে থাকবে রাজ্য সরকার। শুক্রবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়ে দিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রেখে পুরো প্যানেলটাই বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিষয়টি ঘিরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, আমরা যোগ্য-বঞ্চিত যাঁরা আছেন, তাঁদের পাশে আমরা থাকব। মানবিকভাবে থাকব। রাজনৈতিকভাবেও থাকব। যেটা বলা হচ্ছে টেইন্টেড এবং আনটেইন্টেড, বা একজনের বেতন ফেরত দেওয়া হবে আর একজনের বেতন ফেরত দেওয়া হবে না, এই কথাগুলো তো আমার কথা নয়। এগুলো মহামান্য বিচারপতির রায়ের প্রতিটি পাতায় আছে। আঠাশ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে আছে। যা বলা হচ্ছে, তা তো এসএসসির দেওয়া তথ্য থেকেই বলা হয়েছে।

যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা যে এসএসসি ভাগ করতে পারেনি, সেই কথাটা ঠিক নয়। এটা ঠিক সেই তথ্যে আদালত সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কিন্তু নিশ্চিতভাবে প্রধান বিচারপতির রায়ের পর আমরা বুঝতে পারছি। এবং যাঁরা যোগ্য-বঞ্চিত তাঁদের প্রতি একটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি যাতে সব তরফ থেকে বেরোয়, আমি সেই আবেদনও করব। আমি শুধু একটাই কথা বলব, মাননীয় মুখমন্ত্রীর উপর ভরসা রাখুন।'

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শেষমেশ চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর হতাশায় ভেঙে পড়ার ছবি সংবাদমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী কাল সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছিলেন, 'যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন, তাঁরা ৭ এপ্রিল নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে একটি সভা ডেকেছেন। ব্রাত্যবাবু এ প্রসঙ্গে বলেন, "আমি জানিয়েছি, তাঁদের সভায় যাব। তবে আবারও বলছি, মানসিক চাপ নেবেন না, ধৈর্য্য হারাবেন না।'

শিমলায় কৃষি দফতরে ভুয়ো নিয়োগপত্র

শিমলা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের শিমলায় কৃষি দফতরের ক্লার্ক পদে ভুয়ো নিয়োগপত্রর ঘটনায় শিমলা থানায় অভিযোগ দায়ের। কৃষি বিভাগের আধিকারিকের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

১৯ মার্চ হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়ো নিয়োগপত্রর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এতে কাংড়ার অনিশ কুমারকে নিয়োগের কথা বলা হয়, যদিও কৃষি দফতরে এমন কোনও স্থায়ী পদ নেই। জাল নথিতে দফতরের নাম ও স্বাক্ষরেও গরমিল পাওয়া গেছে। আরও ভুয়ো নিয়োগপত্র জারি হয়েছে কিনা, তা নিয়েও তদন্ত চলছে।

অন্নপূর্ণা উৎসব ঘিরে কল্প কাহিনি

অন্নদাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদা। দেবী দুর্গার আরেক রূপভেদ। মূলত দ্বিভূজা বা চতুর্ভূজা। গায়ের রঙ লালচে। স্তনভারনম্রা। দ্বিভূজা দেবীর বামহাতে সোনার অন্নপাত্র। ডানহাতে দর্বী অর্থাৎ চামচ বা হাতা। মাথায় বিরাজিত অর্ধচন্দ্র। তিনি ক্ষুধার্ত মহাদেবকে অন্নদান করছেন স্মিতহাস্যে। পুরাণ মতে চৈত্রমাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে কাশীতে আভির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সূত্রে এই তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণার বাৎসরিক পুজো। আগমবাগীশের তন্ত্রসার গ্রন্থে অন্নপূর্ণাপুজোর বিশদ বিবরণ রয়েছে। অন্নদার মাহাত্ম্যগাঁথা নিয়ে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় রচনা করেছিলেন নতুন মঙ্গলকাব্য -অন্নদা মঙ্গলকাব্য। লৌকিক মতে দেবী অন্নপূর্ণার পুজো বঙ্গদেশে প্রচলন করেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বসূরী ভবানন্দ মজুমদার। দেবী অন্নদার কৃপা প্রাপ্ত হয়ে ভবানন্দ মজুমদার জাহাঙ্গীরের কাছে রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু অন্নদা মঙ্গলকাব্যে দেখি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের কাছে নির্ধারিত দিনে কর বা রাজস্ব মেটাতে না পেরে দুর্গাপুজোর সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। সেই সময়ে দেবী অন্নপূর্ণা রাজাকে দর্শন দিয়ে তাঁর মূর্তি পুজো করতে বলেছিলেন নদিয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণার পূজা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে তা জমিদারমহলে ও ধনাঢ্য পরিবারে। অন্নপূর্ণা পুজো বাংলার একটি প্রাচীন পুজো। এই পুজো এসেছিল কাশী থেকে। বাংলার সঙ্গে কাশীর যোগ বহুকালের। বাঙালির কাছে গয়া-কাশী-বৃন্দাবনের ভূমিকা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বারাণসী শুধু বাবা বিশ্বনাথের ধাম নয়। বাঙালির বার্ধক্যের কাশী। অধিকাংশ ধার্মিক ধনাঢ্য পরিবারের বিধবারা কাশীবাসী হতেন। আর এই কাশী হল মা অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। শৈবও শাক্ত-সংস্কৃতির অপূর্ব মিলনস্থল। মার্কেণ্ডেয় পুরাণের কাশীখণ্ড দেবীভাগবতে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কাশীর অন্নপূর্ণা সম্পর্কে নানা উপাখ্যান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশীপ্রতিষ্ঠার কাহিনি। লোককাহিনি অনুসারে- শিব যোগীরাজ হলে কী হবে আদতে ভিক্ষুক। রোজগারের মুরোদ নেই। রাজার দুলালী গৌরীর একেবারে হাঁড়ির হাল। এই নিয়ে রোজ রোজ শিব-দুর্গার কলহ লেগেই থাকে। ক্ষোভে দুঃখে গৌরী গেলেন বাপের বাড়ি। জয়া-বিজয়া পরামর্শ দিলেন ভিখিরি শিবকে জব্দ করতে হবে। সেই মোতাবেক দেবী জগতের সমস্ত অন্ন হরণ করলেন। শিব তখন খিদের চোটে নাকাল। যেখানেই যান হা অন্ন! হা অন্ন! শেষে লক্ষ্মীর পরামর্শে কাশীতে এলেন শিব। অন্নপূর্ণার হাত থেকে অন্ন খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। কাশীতে স্বয়ং মহাদেবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল দেবী অন্নপূর্ণার মন্দির। চৈত্র শুক্লাষ্টমী তিথিতে শুরু হল দেবীর পুজো। এইভাবে কাশীর দেবী অন্নপূর্ণা বাঙালির ঘরের মেয়ে উঠল এক সময়। তবে পুরাণ কাহিনি থেকে জানা যায় কাশীতে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আগে এই পুজো কাশীতে হতো না। এখন প্রশ্ন হল ---আদিতে তা হলে অন্নপূর্ণা কোথায় পূজিত হতো? আসলে অন্নপুর্ণা শস্যদেবী। পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা। জনশ্রুতি হল এই দেবীর পুজো করলে অন্নকষ্ট দূর হয়। আমাদের সমাজ জীবনে মাঝে মাঝেই নেমে আসে আকাল বা দুর্ভিক্ষের অশনি সংকেত। বেশিরভাগ বলি হয় গরিব লোকেরাই। সুপ্রাচীন কাল থেকেই রাঢ় বাংলায় নবান্ন উৎসবের সময় এই অন্নপূর্ণার পুজো হয়ে আসছে। আজও গ্রামে গ্রামে নতুন ফসল তোলার পরই দেবীর হাতে ধানের পাকা শিষের গুচ্ছো দিয়ে পুজো হয়। কাশীর অন্নপূর্ণার সঙ্গে যার গভীর মিল রয়েছে। কাশীর মন্দিরেও শুধু পাকা ধানের

গুচ্ছ বা শস্য দিয়ে দেবীর পুজো-অর্চনা হয়। সুতরাং কোন সন্দেহ নেই দেবী অন্নপূর্ণা মূলত রাঢ়-বঙ্গের দেবী। এই দেবীর পুজো কাশীতে নিয়ে গিয়েছিলেন এক সময় বাঙালিরাই আচার্য সুকুমার সেনের মতে দেবী অন্নপূর্ণা গ্রিক ও রোমান দেবী অন্নোনার রূপান্তর। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের রোম সম্রাট টিটাসের রাজত্বকালে একটি মুদ্রায় এই অন্নোনার মূর্তি খোদিত আছে। দেবীর বামহাতে শিঙ্গা আর ডানহাতে তুলাদণ্ড। অনেকেই আচার্য সেনের অভিমত মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে এই শস্যদেবী আসলে শাকম্ভরীর মতো একান্তই ভারতীয় দেবী--- যার উৎস রয়েছে হরপ্পা সভ্যতায়। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়---ভারতীয় অন্নপূর্ণার সঙ্গে গ্রিক রোমান অন্নোনার মিল আসলে এই শষ্যদেবীর প্রাচীনত্বকেই স্বীকৃতি দেয়। বঙ্গদেশে সাধারণ মানুষ অন্নপূর্ণার পুজো করেন অগ্রহায়ণ মাসের নবান্নের সময়। এটি প্রাচীন পুজো যা পরবর্তীকালে কাশীতে অনুপ্রবেশ করেছিল প্রবাসী বাঙালিদের হাত ধরে। এ দিকে কাশী প্রত্যাগত অর্বাচীন অন্নপূর্ণা পুজো চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে হয় মূলত জমিদার বা বনেদি বাড়িতে। পুজো হয় শাক্তমতে। নবান্নের সময় এই অন্নপূর্ণা পুজোয় আদৌ বলি বা ষোড়শোপচারে পূজা হয় না। মূলত শ্রমজীবী মানুষেরাই এই দেবী পুজো নিয়ে আসেন। অন্যদিকে চৈতি অন্নপূর্ণার পুজো বনেদি বাড়িতে বা জমিদার মহলের। অন্নপূর্ণার প্রাচীন মন্দির বলতে ব্যারাকপুরে রয়েছে। রানি রাসমনির কন্যা জগদম্বা এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। শেওড়াফুলিরাজবাড়িতেও অন্নপূর্ণা দেবী পূজিত হন। এ ছাড়া কলকাতা ও অন্যান্যস্থানে সাবেকি পুজো হয়ে আসছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার কাগ্রামে জমিদার রায়চৌধুরী পরিবার। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার অম্বিকালাল চৌধুরীর স্ত্রী রামাসুন্দরী দেবী।একবার দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে অন্নপূর্ণা পূজা এনেছিলেন। সেই পুজো আজও নিয়ম-নিষ্ঠায় জাঁকজমকে চলে আসছে। এ ছাড়াও কলকাতার বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত বাড়িতে ঘটা করে দেবী অন্নদার পুজো শুরু হয়েছে ।

জাপানে দুই ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিমলকুমার শীট

দেশের মুক্তির যজ্ঞে অনেক বিপ্লবী দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন, কেউ স্বদেশে ফিরে এসেছেন আবার কেউ বিদেশেই থিতু হয়েছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লবেরজনক রাসবিহারী বসু (১৮৮৬-১৯৪৬) ও কেশোরাম সবেরওয়াল (১৮৯৪-৭) এই দুজন ছিলেন জাপানে আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৪ সালে দ্বিতীয়বার জাপানে গেলে ঐ দুজন বিপ্লবীর সঙ্গে আলাপ হয়। সময়টা ছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। এর আগে কবি ১৯১৬ এ সালে আমেরিকা যাওয়ার পথে জাপান হয়ে যান। সে সময় তিনি জাপানে তিন মাস ছিলেন। তখন ভূমিকম্পের ফলে ধনে-জনে জাপান বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবে কবিগুরুর জাপান যাত্রায় দ্বিতীয় পর্বে এই বিপ্লবীদ্বয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম জাপান যাত্রায় জাপানীদের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য তাঁকে মুগ্ধ করে ছিল, সে সম্পর্কে জাপান-যাত্রীতে তিনি লিখেছেন 'রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই।। জাপানিরা বাজে চেঁচামেচি ঝগড়া ঝাটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। শরীর মনের এই শক্তি ও সহিষ্ণুতা ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে দুঃখে আঘাতে উত্তেজনায় ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেই জন্যেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে, জাপানিকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত স্ত বেশি গূঢ়'। এ হেন জাপানে দেশমাতৃকার মুক্তির উদ্দেশ্যে আরও বৃহত্তর আন্তর্জাতিক এন আন্দোলন গড়ে তুলতে রাসবিহারী বসু পি এন টেগর ছদ্মনামে পাড়ি দিলেন। তিনি পাসপোর্ট নেওয়ার সময় ঘোষণা করলেন এর রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়। কবি জাপান যাচ্ছেন তার আগে জাপানে গিয়ে তিনি কবির অভ্যর্থনার আয়োজন করবেন। ১৯১৬ সালে ৩ মে কবি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা হতে জাপানি জাহাজ "তোসামারু" যোগে জাপানের পথে আমেরিকা যাত্রা করলেন। এই পর্বে রাসবিহারীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা সাক্ষাৎ হয় ছিল কিনা তা জানা যায় নি।

রসবিহারী বসুর জাপানের মাটিতে নতুন করে আরম্ভ হল

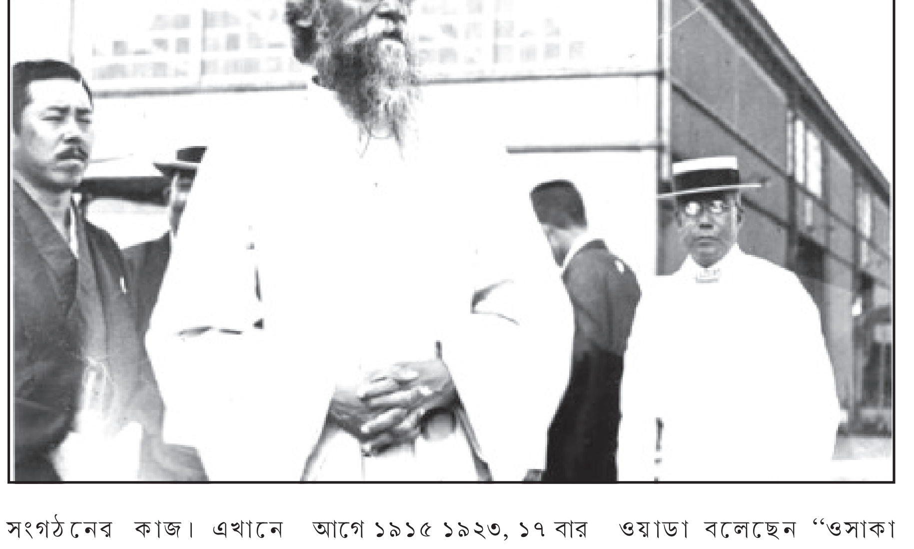

সংগঠনের কাজ। এখানে তিনি মিৎসুর তোয়োমার ও চিনের ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের সংস্পর্শে এলেন। যোগাযোগ হল গদরের ড. ভগবান সিংয়ের সঙ্গে। সাংহাইতে জামান কনস্যুলের সঙ্গে দেখা করে অস্ত্র জোগাড় করার ব্যবস্থা করলেন। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ভারতের উদ্দেশে রওনা হওয়া অস্ত্র বোঝাই দুটি জাহাজ মাঝ পথে ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়ে গেল। রাসবিহারী বসুর উপস্থিত আঁচ করতে পেরে ইংরেজ সতর্ক হল আর জাপানে রাসবিহারী বসুর নামে গ্রেপ্তারির পরোয়ানা জারি হল। সেই সংকটে মিৎসুরু তোয়োমা তাঁর সাহায় হলেন। তিনি রাসবিহারীকে নাকামারায়াতে সোমা দম্পতির কাছে নিয়ে গেলেন। আইজো সোমা তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা তোশিকোর সঙ্গে রাসবিহারীর বিয়ে দিলেন। এই তোশিকোই আজীবন এই ভারতীয় বিপ্লবীর ঢাল হয়ে রইলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার জাপানের গেলেন ১৯২৪ সালে। তাঁর আগের বছর রাসবিহারী জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন। এর আগে ১৯১৫ ১৯২৩, ১৭ বার ঠিকানা পরিবর্তন করেন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। দেশের স্বার্থে আর কোনও দিন দেশেও ফেরা হয় নি রাসবিহারী বসুর। রাসবিহারী বসুর মতো জাপানে আর একজন বিপ্লবীর কথা জানা যায় তিনি হলেন কেশরাম সবেরওয়াল। পেশোয়ার জাত এই বিপ্লবী অল্প বয়সে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে একবার গ্রেপ্তার হন, কিন্তু তাঁর নামে গুরুতর কোনো অভিযোগ না থাকায় অচিরে মুক্তি পান। তবুও কেন তিনি দেশ ত্যাগ করে ছিলেন জানা যায় না, হয়তো পুলিশের হয়রানির ভয়ে তিনি জাপানে চলে যান। যদিও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা পরে তাঁর নামে সানফ্রান্সিস্কো ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছিল, কিন্তু কোনো সরকারি কাগজপত্রে তাঁর নাম নেই। হয়তো রাসবিহারীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপানে একমাস ছিলেন। ৭ জুন সকাল নটায় ট্রেনে কোবে ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ সকালে রাত নটায় টোকিয়ো পৌঁছান। ওয়াডা বলেছেন "ওসাকা থেকে ট্রেনে টোকিও যাবার পথে একটি প্রাচীন ধর্মীয় শহর পড়ে, নাম ওকায়ামা। পথে সেই ওকায়ামা স্টেশনে কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গুরুদেবকে দেখতে ও ওঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আসেন। গুরুদেব খুবই বিহ্বল ও মুগ্ধ হয়েছিলেন ঐ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেখে। ওঁর মনে হয়েছিল এতদিনে জাপানের ঐতিহ্যময় অন্তরটিকে গুরুদেব যেন এঁদের মধ্যে দিয়ে অনুভব করলেন"। যোকোহামা স্টেশনে ট্রেনে উঠে অনেকে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হন। কালিদাস নাগ লিখেছেন, তাদের মধ্যে বিখ্যাত জাপানি কবি Yone Noguchi (১৮৭৫-১৯৪৭) ছিলেন। নন্দলাল বসু বলেন, জাপান প্রবাসী বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর (১৮৮৫-১৯৪৫) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ট্রেনেতেই "গভীরভাবে" আলোচনা করেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন- রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে রাসবিহারীর উপর ব্রিটিশ গুপ্তচরদের শ্যেনদৃষ্টি আছে তাই তিনি একাই রাসবিহারীর সঙ্গে দেখাশোনা করেন অপর কাহাকেও লন নাই। তারপর টোকিও স্টেশনে এক বিরাট জনতা রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানান। টোকিওতে নামার পরে প্রেস রিপোর্টাররা গুরুদেবকে আগ্রহ ভরে দেখতে দেখতে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে ঠেলে ঠেলে অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে গেল। এলমহার্স (১৮৯৩-১৯৭৪) তাড়াতাড়ি কবিকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। জাপানি মার্চেন্ট মিৎসুভূষণের গ্রামের বাড়ি টোকিওর কাছাকাছি। তিনিই উদ্যোক্তা হয়ে নিয়ে গেলেন এদের। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ওখানে পৌঁছাবার আগেই সেখানে রাসবিহারী পৌঁছে গেলেন। তিনি ওখানে গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করলেন মালাচন্দন দিয়ে। কিন্তু সমীর রায়চৌধুরী অনুদিত Japan Advertiser (৮ June) পত্রিকার বর্ননাটি ভিন্নতরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতকাল রাতে টোকিও এসে পৌঁছেছেন। কোবে থেকে ট্রেনে যখন টোকিওতে পৌঁছায় তখন স্টেশনে ছিল দর্শনেচ্ছু মানুষের ভীড়।-ট্রেনের দরজার সামনে ধাক্কাধাক্কি করছেন হিন্দুস্থানী এসোসিয়েশনের সভ্য, কিছু বিদেশি এবং কিছু জাপানিরা। হিন্দুস্থানী এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ আর বি বোস ট্রেনের দরজা খুলে জনতার দিকে হাত নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠল বানজাই, বানজাই, মিঃ বোস ট্রেন থেকে নামলেন, তাঁর ঠিক পিছনেই ছিলেন বৃদ্ধ দার্শনিক ড. টেগরের দীর্ঘ দেহ দেখা দিল দরজা জুড়ে। আর বি বোস এবং কে আর সবেরওয়াল, হিন্দুস্থানী এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি কোজু স্টেশনে গিয়ে টেগোরের সঙ্গে ঐ ট্রেনেই এসেছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী এম এম উইরামরত্ন, জে এ লরেন্স, বি ববি এবং ডব্লিউ পি সমরশেখর।

বিপ্লবী সবেরওয়াল জাপানে থাকার সময় জাপানি ভাষা ছাড়াও ফরাসি ভাষা শিক্ষা করে ছিলেন। টাইপ শর্টহ্যান্ড প্রভৃতি সেক্রেটারিয়াল বিদ্যাও তাঁর আয়ও ছিল। দেশে ফিরে আসার আকাঙ্খায় তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি কর্মলাভের আবেদন জানান। এলমহার্সও তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করার সুপারিশ করেন। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ জাপান ত্যাগের আগে সবেরওয়ালকে একটি নিয়োগ পত্রে লেখেন- ১৫ জুনের কথাবার্তার সাপেক্ষে আমি চাইছি যত শীঘ্র সম্ভব আপনি এসে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদে যোগদান করুণ। যেহেতু আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফরাসি ভাষায় কথা বলতে পারা জগৎ এবং জাপানের সাথে একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছে তাই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা আমার ব্যক্তিগত সহকারী বিশ্বভারতীর প্রশাসনিক বিভাগ এই দুই পদের সঙ্গে যথোপযুক্ত। কিন্তু ১৯২৪ সালের পরবর্তী সময় তিরিশের দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রাসবিহারী বসু ও সবেরওয়ালের কোন যোগাযোগ ছিল না। তবে রাসবিহারী বসুর শ্যালিকা মাঝিকো হাসিমতো বিশ্বভারতীর কলাভবনে ফুল-সাজানো শিল্পে শিক্ষা দিতেন (১৯২৯-১৯৩২)। অন্যদিকে জাপানে রসবিহারীর দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে জাপানীরা ভারত সম্বন্ধে সচেতন ও আগ্রহী হয়ে উঠল। আর জাপানের নব প্রজন্ম ব্রিটিশের থেকে এশিয়ার স্বাধীনতার দাবিতে মুখর হয়ে উঠল। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলার শান্তিপাড়া ক্লাবে আয়োজিত বাসন্তি পূজা প্যান্ডেলে শিব গৌররির নৃত্য পলিক্ষিত হয়।

শ্রীভূমি শহরে জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থেকে মক ড্রিল ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

শ্রীভূমি (অসম) ৪ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীভূমি শহরে শুক্রবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স সিস্টেম বা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি মক ড্রিল বা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে শুক্রবার শ্রীভূমি শহরের রবীন্দ্র সদন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ভূমিকম্পের ফলে মহাবিদ্যালয়ের একটি অংশ ধসে যাওয়া ও নিলমণী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অগ্নি সংযোগের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মত কৃত্রিম পরিস্থিতি তৈরী করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইন্সিডেন্ট রেসপন্স সিস্টেমকে সক্রিয় করা হয়। এতে রেসপনসিবিল অফিসারের নির্দেশে জেলা ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম একত্রিত হয়ে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা পদ্ধতি সক্রিয় করেন। রেসপনসিবিল অফিসারের ভূমিকায় ছিলেন সহকারী আয়ুক্ত আলমগীর লস্কর। এতে এপিআরও এর ওয়্যারলেস সেট ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। উদ্ধার কার্য্যে স্টেজিং এরিয়া ডিএসএ খেলার মাঠ থেকে স্টেজিং এরিয়া ম্যানেজার ফায়ার সার্ভিসের যান, অ্যাম্বুলেন্স ও উদ্ধারে ব্যাবহৃত যান গুলিকে সক্রিয় করে ঘটনা স্থলে তাৎক্ষণিকভাবে পাঠান।

এদিকে বাহন সহ উদ্ধারকারী দলে ডিস্ট্রিক্ট ডিজেস্টার রেসপন্স ফোর্স, আপদা মিত্র ভলান্টিয়ার, এনওয়াইকে ভলান্টিয়ার ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল উদ্ধার কার্য্য শুরু করেন। সাথে স্বাস্থ্য বিভাগের নার্স সহ কর্মীরা ঘটনা স্থলে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা এবং আহতদের অ্যাম্বুলেন্স যোগে সিভিল হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। সেখানে চিকিৎসকরা তাদের সেবা প্রদান করেন। এদিকে ইন্সিডেন্ট কমান্ডার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরুপন করে তা রেসপনসিবল অফিসারকে জানান। এদিনের মহড়ায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী হিসেবে আইআরটি-র পক্ষে অগ্নি ও জরুরি কালীন পরিসেবা, পুলিশ, এসডিআরএফ, এপিআরও, ডিটিও, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পূর্ত, জল সিঞ্চন, পৌরসভা সহ অন্যান্য বিভাগী অংশ গ্রহণ করে। এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার শ্রীভূমি শহরে এক প্রশিক্ষণ কার্য্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে আসাম রাজ্যিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কারিগরি পরামর্শদাতা রাজেশ দত্ত বিস্তারিতভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করার খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কেইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম সদস্য সহ সবাইকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত আনিস রসুল মজুমদার, সহকারী আয়ুক্ত অন্বেষা খেরসা, ডিটিও অংশুমান বিশ্বাস, ডিইও খয়রুল ইসলাম হাজারি সহ সহযোগী বিভাগীয় বাস্তুকার ও কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। মকড্রিলের দুইদিনের কার্য্যসূচি সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করেন শ্রীভূমি জেলা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ডিপিও সিজু দাস।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে শ্রীভূমিতে কন্ট্রোল রুম

শ্রীভূমি (অসম) ৪ এপ্রিল (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার সাথে সাথে শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত কার্য্যালয়ে একটি কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। ওই কন্টোল রুমের নম্বর হচ্ছে ০৩৮৪৩-২৬৫১৪৪। এতে কন্টোল রুম ইনচার্জ যে কোন ধরণের আইন শৃঙ্খলা জনিত বার্তা সহ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়, আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয় যা লিখিতভাবে বা ফোনে অথবা ডিআইপিআরও থেকে পেপার কাটিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হবে তার রেকর্ড রাখবেন। পাশাপাশি, কন্টোল রুম ইনচার্জ ওই বিষয়গুলি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক অথবা বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানাবেন।

এতে ওই কন্টোল রুমে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিলের তথ্য, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সহ নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত আধিকারিকদের ফোন নম্বর, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও জেলা আয়ুক্তের নম্বর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে যে কোন জরুরি তথ্য, আইন শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতির তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জেলা আয়ুক্তকে জানাতে বলা হয়েছে অথবা জেলা আয়ুক্তের অবর্তমানে জেলা পরিষদের সিইও ও সহকারী আয়ুক্ত পূজা ডাওলাগুপ্পুকে জানাতে নির্দেশ রয়েছে। পর্যাপ্ত সংখ্যাক আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগ করে চালু করা এই কন্টোল রুম নির্বাচনের গণনা প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা কার্যকরী থাকছে। এই কন্টোল রুমের সর্বোপরি দায়িত্বে রয়েছেন জেলা পরিষদের সিইও মুন গগৈ - ৮৪৭১৮৯৭৪৯৪। শ্রীভূমির জেলা আয়ুক্ত বৃহস্পতিবার এক আদেশ জারি করে ওই কন্টোল রুম কার্যকরী করেছেন।

বড়বাঁধ থেকে ছোটবাঁধ! দুর্গাপুরে পুকুর ভরাট করে নির্মাণের অভিযোগ

দুর্গাপুর, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : বড়বাঁধ এখন ছোটবাঁধ! সংস্কারের নামে পুকুরের একাংশে তৈরি হলো নতুন পাড়, আর বাকি অংশা জমছে আবর্জনা। অভিযোগ, দুর্গাপুরের মামড়া বাজার দক্ষিণপল্লী এলাকায় অবৈধভাবে পুকুর ভরাট করে নির্মাণকাজ চালানো হচ্ছে, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। শিল্পশহর দুর্গাপুর ইতিমধ্যেই জলসংকটের মুখে। তবুও, প্রশাসনের নজর এড়িয়ে চলছে পুকুর ভরাটের কাজ। স্থানীয়দের দাবি, মামড়া মৌজার ২৫৯ দাগ নম্বরে অবস্থিত প্রায় ১১ একরের এই পুকুরটি 'বড়বাঁধ' বা 'পোদ্দার পুকুর' নামে পরিচিত। এটি আশপাশের এলাকার জলনিকাশির একমাত্র ভরসা, পাশাপাশি গৃহস্থালি ও সামাজিক কাজেও ব্যবহৃত হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে পুকুর ভরাটের চক্রান্ত চলছে। মাসখানেক আগে পুকুর ভরাট ও নির্মাণের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। কিন্তু আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যবসায়ী। তাঁর দাবি, তিনি ওই পুকুরের ১ একর ৬৮ শতক অংশীদার এবং বৈধভাবে মাছ চাষ করতেন, যা গত বছর বন্ধ হয়ে যায়। দুর্গাপুর নগর নিগম জানিয়েছে, ৩০ হাজার বর্গমিটার আয়তনের এই পুকুর সংস্কারে ৬৬.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ১৮ হাজার বর্গমিটার পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু বাকি অংশ সংস্কার না হওয়ায় সেটি ধীরে ধীরে মজে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, পুকুর পুরোপুরি ভরাট হয়ে গেলে আশপাশের ৩-৪টি ওয়ার্ডে জলনিকাশির সমস্যা প্রকট হবে এবং বর্ষায় প্লাবনের আশঙ্কা বাড়বে। বিজেপি নেতা বুদ্ধদেব মণ্ডল ও কংগ্রেস নেতা দেবেশ চক্রবর্তী পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, এটি পরিকল্পিতভাবে প্রমোটারি ব্যবসার জন্য করা হচ্ছে। তাঁরা দাবি জানিয়েছেন, পুকুরের বাকি অংশও সরকারি নথি অনুযায়ী সংস্কার করতে হবে, অন্যথায় আন্দোলনে নামবেন।

অন্যদিকে, দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুকুর ভরাটের কোনও অভিযোগ তাঁদের কাছে আসেনি। প্রথম ধাপে একটি অংশ সংস্কার করা হয়েছে, এবং বাকি অংশের জন্য ডিপিআর (ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট) তৈরি হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে 'জল ধরো, জল ভরো' প্রকল্প যেখানে জল সংরক্ষণের কথা বলে, সেখানে কীভাবে চলছে পুকুর ভরাটের কাজ? প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে।

জেলায় জেলায় বৈঠকে চাকরিহারারা, পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এক ধাক্কায় চাকরি গিয়েছে ২৫ হাজার ৭৫২ জনের। শুক্রবার থেকে আর তাঁরা স্কুলে যেতে পারছেন না। মানসিক বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যেই পারস্পরিক আলোচনা শুরু করলেন তাঁরা।

পরবর্তী পদক্ষেপ কী? ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবছেন? জেলায় জেলায় বৈঠকে বসেছেন চাকরিহারারা। তাঁদের সংগঠন 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চে' আগামী ৭ এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি এখনও আলোচনাধীন।

নেতাজি ইন্ডোরে চাকরিহারারা যাবেন কি না, গেলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় তাঁদের অবস্থান কী হবে, তা নিয়ে এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি। শুক্রবারের বৈঠকে কথা হয় এ বিষয়ে। আশাবাদী চাকরিহারাদের একাংশ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চাকরিহারা বলেন, "আমাদের জেলাভিত্তিক বৈঠক চলছে। বৈঠকের পর আমাদের সমাজমাধ্যমের পেজে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।"

শীর্ষ আদালতের রায়ে মামলাকারীদের উপর রাগ চাকরিহারাদের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ২০১৬ সালে এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় 'কারচুপি' হয়েছে এই মর্মে ২০২১ সালে কলকাতা হাই কোর্টে অভিযোগ জমা পড়েছিল। গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' কর্মী, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে 'যথেচ্ছ দুর্নীতির' অভিযোগ তুলে উচ্চ আদালতে দায়ের হয়েছিল একগুচ্ছ মামলা। মামলাকারীদের অনেকেই ছিলেন 'বঞ্চিত' চাকরিপ্রার্থী।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৬ হাজার (আদতে ২৫,৭৫২) চাকরি বাতিল হওয়ার পর অনেকের রোষ গিয়ে পড়েছে ওই মামলাকারীদের উপর। চাকরিহারাদের একাংশের বক্তব্য, নির্দিষ্ট কিছু চাকরিপ্রার্থী মামলা-মোকদ্দমার পথে না-গেলে সকলকে এ ভাবে পথে বসতে হত না।

বিচার চেয়ে মামলা করে রায় বেরোনোর পরে উল্টে তাঁরাই কাঠগড়ায়! যাঁরা প্রথম মামলা করেছিলেন কলকাতা হাই কোর্টে! কাউকে কাউকে 'একঘরে' করার অভিযোগ উঠছে। কাউকে কাউকে লক্ষ্য করে কটূক্তিও করা হচ্ছে। অনেকে ফোনেও কথা বলতে চাইছেন না। অনেকে প্রকাশ করতে চাইছেন না পরিচয়। কিন্তু মানসিক ভাবে তাঁদেরও অনেকে ভেঙে পড়েছেন।

বিচার চাওয়া আবেদনকারীদের উদ্যোগের ফলে প্রথমে কলকাতা হাই কোর্ট এবং পরে সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরিয়েছে। যে রায়ে ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল হয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই রায়ের ফলে চাকরি বাতিল হয়ে গিয়েছে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর। হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে জেলায় জেলায়।

চুড়াইবাড়িতে পাচারের জন্য মজুত অবৈধ কাঠ বাজেয়াপ্ত

চুড়াইবাড়ি (ত্রিপুরা), ৪ এপ্রিল (হি.স.) : পাচারের জন্য মজুত বিস্তর পরিমাণে চোরাই কাঠ উদ্ধার করেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি ফরেস্ট বীটের কর্মীরা। উদ্ধার করা কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন বীট ইনচার্জ আশুতোষ মালাকার।

শুক্রবার কাঠ উদ্ধারের বিষয়ে বীট ইনচার্জ আশুতোষ মালাকার জানান, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বনকর্মীরা কালাচাঁদ গ্রামের বাসিন্দা দেবু দেবের বাড়ির পাশে এবং পূর্ব ফুলবাড়ির বাসিন্দা হান্নান মিয়ার বাড়ির পাশে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছেন।

বাজেয়াপ্ত করা কাঠের বাজারমূল্য পাঁচ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান বীট ইনচার্জ। তিনি আরও বলেন, এই কাঠের কোন মালিক বা দাবিদার পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে এই কাঠ দামছড়া কিংবা কাঞ্চনপুর এলাকা থেকে আনা হয়েছে এখানে। মজুত রাখা হয়েছিল পাচারের জন্য। মূলত অসমেই এই কাঠগুলি পাচার করার পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের।

হাওড়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রামনবমীর মিছিলে শর্তাধীনে অনুমতি হাই কোর্টের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): হাওড়ায় অঞ্জনী পুত্র সেনা এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রামনবমীর মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। সেখানেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইসঙ্গে দেওয়া হয়েছে একাধিক শর্ত।

মিছিলের অনুমতি দিলেও দুই মিছিল আলাদা সময়ে হবে। এছাড়াও মিছিলের লোকসংখ্যাও বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি। তিনি জানিয়েছেন, কোনও অস্ত্র নিয়ে মিছিল করা যাবে না। যাঁরা মিছিলে অংশ নেবেন, তাঁদের পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে পুলিশ-প্রশাসনকে।

রাজারহাটে তৃণমূলের গোষ্ঠীসংঘর্ষ, সব্যসাচীর অনুগামীদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): শুক্রবার রাজারহাটে গোষ্ঠীসংঘর্ষে চলল এলোপাথাড়ি গুলি। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোলের জেরে এই ঘটনা বলে প্রাথমিক ভাবে খবর।

স্থানীয় সূত্রে দাবি, তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত এবং রাজারহাট-নিউ টাউনের তৃণমূল বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে গুলি চলেছে। তাপসবাবুর গোষ্ঠীই সব্যসাচী দত্তর অনুগামীদের উপর হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

সব্যসাচী বলেন, "আমি ঘটনার কথা শুনেছি। দুষ্কৃতীদের আলাদা কোনও পরিচয় হয় না। দুষ্কৃতীরা দুষ্কৃতীই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদের প্রশ্রয় দেন না।" পাল্টা তাপস বলেন, "রাজারহাট-নিউ টাউনে সকলেই আমার অনুগামী। তাঁরা কেউ দুষ্কৃতী নয়। আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। পুলিশ তদন্ত করছে। দেখা যাক।"

উত্তরাখণ্ডে নাবালিকা অপহরণে গ্রেফতার অভিযুক্ত

হরিদ্বার, ৪ এপ্রিল(হি.স.) : উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের ঝবেরেড়া থানার অন্তর্গত ভলস্বাগাজ গ্রামের এক নাবালিকা অপহরণের ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। নাবালিকার পরিবার অভিযোগ দায়ের করে থানায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তকে হিমাচল প্রদেশের পালমপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। অপহৃতাকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উপর্যপরি দু'দিন পতন ভারতের শেয়ার বাজারের

মুম্বই, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ট্রাম্প আরোপিত শুল্কের আবহে বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও ধসে গেল ভারতের শেয়ার বাজার। গতকালের চেয়েও শুক্রবারের বাজার পতনের মাত্রা ছিল বেশি। শুক্রবার সেনসেক্সের থেকে নিফটি৫০-র পতন হয়েছে বেশি। সেনসেক্স কমেছে ১.২১ শতাংশ। সেখানে নিফটি৫০ কমেছে ১.৪৯ শতাংশ। দুই স্টক এক্সচেঞ্জ সূচকের পাশাপাশি মিড ক্যাপ, স্মল ক্যাপ ইনডেক্স এবং অধিকাংশ সেক্টরাল ইনডেক্স এ দিন নেগেটিভে রয়েছে। শুক্রবার সেনসেক্স ৯৩০ পয়েন্ট কমে রয়েছে ৭৫ হাজার ৩৬৪ পয়েন্টে। অন্য দিকে নিফটি৫০ ৩৪৫ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়ে ২২ হাজার ৯০৪ পয়েন্টে। নিফটি মিড ক্যাপ ইনডেক্স কমেছে ২.৮৭ শতাংশ। নিফটি স্মল ক্যাপ ইনডেক্স কমেছে ৩.৬১ শতাংশ।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানিয়ে বার্তা মমতার

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): "আমরা শ্রেষ্ঠ, আবারও" বিদ্যুৎ উৎপাদনে শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার তিনি জানিয়েছেন, ভারত সরকারের শক্তিমন্ত্রকের-র অধীনে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (সিইএ) কার্যক্ষম দক্ষতার উপর ভিত্তি করে (পিএলএফ - প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টরের উপর গণনা) দেশের ২০১টি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বার্ষিক পর্যায়ক্রম ঘোষণা করেছে।

২০২৪-২৫ সালের জন্য সিইএ পর্যায়ক্রম অনুযায়ী ডব্লিউ বিপিডিসিএল - এর সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের সেরা (প্রথম স্থান) কর্মক্ষম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিরোপা লাভ করেছে (পিএলএফ ৯৪.৩৮ু)।

এছাড়াও, বক্রেশ্বর (পিএলএফ - ৯৩.৩ু) দেশের মধ্যে দ্বিতীয়, সাগরদিঘি চতুর্থ (পিএলএফ - ৯০.৯) এবং ব্যান্ডেল নবম (পিএলএফ - ৮৯.২) স্থান পেয়েছে।

একই সঙ্গে ডব্লিউবিপিডিসিএল সংস্থা হিসেবে (পিএলএফ ৮৮.৯ু) দেশের সেরা হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা এনটিপিসি (পিএলএফ ৭৬.১ু), ডিভিসি (পিএলএফ ৭৫.৭ু), আদানি পাওয়ার (পিএলএফ ৭৩.০২ু), রিলায়েন্স পাওয়ার (পিএলএফ ৭৭.৮ু), টাটা (পিএলএফ ৭২ু) প্রভৃতি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোকে ছাপিয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস পৃথক বার্তায় জানিয়েছেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নিরন্তর নির্দেশনা এবং সহায়তার কারণে এটি সম্ভব হয়েছে।"

এসটিএফের অভিযানে ফের হাওড়া স্টেশনে উদ্ধার পিস্তল-কার্তুজ

হাওড়া, ৪ এপ্রিল (হি.স.): হাওড়া স্টেশন থেকে ফের উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ। ওই অস্ত্র নিয়ে আসছিল মালদার এক বাসিন্দা। তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের এসটিএফ শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই অভিযান চালায়। বিহার থেকে ওই অস্ত্র নিয়ে আসা হচ্ছিল বলে খবর। বিহার থেকে মালদা হয়ে কলকাতায় অস্ত্র ঢোকানোর চেষ্টা চলছে কিনা, সেই প্রশ্ন আরও একবার জোরালো হল।

বেশ কয়েক মাস ধরে শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে ধারাবাহিকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটল। প্রশ্ন উঠেছে, কেন এত অস্ত্র ঢুকছে শহরে? ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে কি কোনও বড়সড় ছক কষছে দুষ্কৃতীরা?

সনজীদা খাতুনের ৯২তম জন্মবার্ষিকী পালিত

নদীয়া, ৪ এপ্রিল (হি. স.): সনজীদা খাতুনের ৯২তম জন্মবার্ষিকী পালিত হলো শুক্রবার। তাঁর জন্মদিনে নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নদীয়ার ধুবুলিয়াতে কথাশিল্প আবৃত্তি চর্চাকেন্দ্র তাঁর জন্মদিন স্মরণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে তাঁর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন প্রাবন্ধিক শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, কবি স্বপন পাল, বাচিকশিল্পী পীতম ভট্টাচার্য্য। সেইসঙ্গে কথাশিল্প"র ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি পরিবেশন করে।

NOTIFICATION

This is for information of all concerned that the written examination for the recruitment to the post of Fireman and Driver under Fire & Emergency Services Department, Govt. of Tripura held on 8th January, 2023 vide Notification No. F. No. FRBT/12/23-dated 30.12.2022 is hereby cancelled due to some major errors and discrepancies detected by the expert evaluators. Date of fresh examination will be intimated in due course of time.

2. This is issued as per the approval of the competent authority.

ICA/D/021/28

Member Secretary,
Fire Recruitment Board of Tripura (FRBT)
Agartala, Tripura.

PNIET No: 1/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated. 02/04/2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura hereby invites e-Tender on behalf of the 'Governor of Tripura' from the appropriate registered owner of the commercial vehicle Maruti (ECO) run by CNG of model not older than 2018, up to 3.00 P.M. on 23/04/2025 for the following work, :-Mtc. of Govt. residential building during the year 2025- 26/ SH: - Repairing /Maintenance of building portion including external painting of qtr. block buildings and boundary walls, roof grading, water supply and all external works of different type quarters in the premises of 79 tilla Govt. qtr. complex and Bhallukiya Tilla Govt. qtr. Complex, Agartala. / Hiring of Vehicle l(one) Maruti (OMNI/EECO) Van not before manufacturing year-2018, in good working condition, by the fuel (CNG) with commercial registration of the vehicle along with 1(one) driver for the use of Assistant Engineer, Central-I Sub- Division, PWD(Building), Kunjaban, Agartala during the year 2025-26. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIET No: 1/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Estimated Cost: 2,43,750.00 Earnest Money: 4,875.00 and Time for completion: 300 (three hundred) days
Last date & time for online Bidding: 23/04/2025 upto 3:00 PM
ICA/C-051/25

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, Tripura(W).

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/03/2025-26 dated: 03/04/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/04/2025-26	₹ 863,552.00	₹ 17,271.00	60 (sixty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 17/04/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 17/04/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C- 058/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DEBASHIS PAUL)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

NIT No:-e-PT-1/EE/RDSD/ 2025-26 1092 Dated-29/03/2025

The Executive Engineer, RD Store Division, Agartala, West Tripura invites e-tender (Two Bid) from eligible bidders up to 3.00 P.M of 22/04/2025 for "Procurement of Cement ". For and contact at 0381-details, visit https://tripuratenders.gov.in website 2309395/ 09436138717,email-eerdsd10@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-046/25

Executive Engineer
RD Store Division
Agartala

কাজের সন্ধান

রেল দপ্তরে ৯,৯৭০ জন লোকো পাইলট অনলাইনে দরখাস্ত ও কম্পিউটারে পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া শুরু হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৯৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশ থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদে ৯,৯৭০ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে বিশেষ করে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১১-৪-২০২৫-এর হিসেবে নির্দিষ্ট বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৯,৯৭০টি'র মধ্যে জোনাল রেলওয়ে বিভাজন এই রকমঃ ক্রমিক নং (১) - সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৩৭৬টি, ক্রমিক নং (২) - ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৭০০টি, ক্রমিক নং (৩) - ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে ১৪৬১টি, ক্রমিক নং (৪) - ইস্টার্ণ রেলওয়ে ৭৬৮টি, ক্রমিক নং (৫) - নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৫০৮টি, ক্রমিক নং (৬) - নর্থ ইস্টার্ণ রেলওয়ে ৩৭৬টি, ক্রমিক নং (৭) - নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে ১২৫টি, ক্রমিক নং (৮) - নর্দার্ণ রেলওয়ে ৫২১টি, ক্রমিক নং (৯) - নর্থ ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ৬৭৯টি, ক্রমিক নং (১০) - সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৯৮৯টি, ক্রমিক নং (১১) - সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৫৬৮টি, ক্রমিক নং (১২) - সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে ৭৯৬টি, ক্রমিক নং (১৩) - সাউদার্ণ রেলওয়ে ৫১০টি, ক্রমিক নং (১৪) - ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৭৫৯টি, ক্রমিক নং (১৫) - ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ৮৮৫টি, ক্রমিক নং (১৬) - মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা ২২৫টি। পদগুলোতে এসসি, এসটি, ওবিসি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত পদ থাকবে। অসংরক্ষিত পদও থাকবে প্রচুর। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। সব ক'টি পদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বেতনক্রম, মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ট, বয়সের সীমারেখা, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১১ এপ্রিলের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ২০২৫/ই(এমপিপি)/ ২৫/ ১৩/ এএলপি, তারিখ - ১৯ মার্চ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ত্রিপুরায় রাজ্য সরকারের অধীনে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ১৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই/ বিটেক... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, সিএ, এমবিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, অথবা পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে অর্থ দপ্তরে **রিসার্চ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদঃ ৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, সিএ, এলএলবি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ভারতীয় সেনাবাহিনীতে **সোলজার টেকনিক্যাল, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিপাই ফার্মাসিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডি-ফার্মা পাশ, বয়স ঃ ১৭.৫-২৫ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের শারীরিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় সেনাবাহিনীতে **অগ্নিবীর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৭.৫-২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের শারীরিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এটেন্ড্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৯৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে। * ইন্ডিয়ান নেভিতে **সেলর, নাবিক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৭-২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফায়ার সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের অধীনে **সাব-ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ এপ্রিল, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **প্রাইভেট ব্যাঙ্কার, রিলেশনশিপ ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২২-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্র অনুমোদিত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা মে-তে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল (ত্রিপুরা),**
নিয়োগ হবে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১৯৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, সিএ, এমবিএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, অথবা পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **রিসার্চ অফিসার (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, সিএ, এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সোলজার টেকনিক্যাল, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিপাই ফার্মাসিস্ট (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডি-ফার্মা পাশ,
বয়স ঃ ১৭.৫-২৫ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের শারীরিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৭.৫-২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের শারীরিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এটেন্ড্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৯৯৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সেলর, নাবিক (নেভি)**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৭-২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফায়ার সার্ভিস (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৮৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সাব-ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ এপ্রিল,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রাইভেট ব্যাঙ্কার, রিলেশনশিপ ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২২-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল,
সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (রাষ্ট্র অনুমোদিত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা মে-তে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

আর্মিতে ওপেন র‍্যালী আগরতলায় অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চলছে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সহ পুর্বোত্তর ভারতের সব ক'টি রাজ্যের প্রার্থীদের জন্য ইন্ডিয়ান আর্মিতে নিয়োগ র‍্যালী শুরু হতে যাচ্ছে। দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। আগরতলায় র‍্যালী হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এর জন্য অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলবে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত। উপযুক্ত প্রার্থীরা ইতিমধ্যে অনলাইনে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করে নিচ্ছেন। আর্মিতে নিয়োগ র‍্যালীর পদ্ধতিতে এখন অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে ওপেন র‍্যালীতে অংশ নিতে হলে অবশ্যই আগে থেকে অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর অনলাইনে দরখাস্তও পাঠাতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল। এর পর অনলাইনে আবেদন করা যাবে না। যথাসময়ে অর্থাৎ র‍্যালির ৫ দিন আগে আবার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এডমিট কার্ডও বের করে নিতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। র‍্যালীতে যাওয়ার সময় সমস্ত মূল প্রমানপত্রের (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সাথে এডমিট কার্ডও নিয়ে যাবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউটের কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

ভারতীয় সেনা বাহিনীতে সোলজার টেকনিক্যাল, সিপাই ফার্মা ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য এক নিয়োগ র‍্যালী অনুষ্ঠিত হবে। এই নিয়োগ র‍্যালীর স্থান, সময় সহ বিস্তারিত যথাসময়ে জানানো হবে। পদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, শারীরিক গঠন কেমন প্রয়োজন তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হল। ক্রমিক সংখ্যা (এ) ঃ পদের নাম - সোলজার টেকনিক্যাল (এনএ/ এনএ ভেট) ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর নিয়ে এবং মোট হিসেবে গড়ে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে, ফিজিক্স - কেমিস্ট্রি - বায়োলজি - ইংরেজি সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। অথবা, প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর নিয়ে এবং মোট হিসেবে গড়ে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে, ফিজিক্স - কেমিস্ট্রি - বোটানি - জুলজি - ইংরেজি সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১-১০-২০২৫ হিসেবে সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২৩ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ অক্টোবর ২০০২ থেকে ১ এপ্রিল ২০০৮-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৫৭ সেমি, ওজন - উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বুকের ছাতির মাপ ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে। ক্রমিক সংখ্যা (বি) ঃ পদের নাম - সিপাই ফার্মা ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর মোট হিসেবে গড়ে অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে ডি-ফার্মা পাশ হতে হবে। স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল/ ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ায় রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। অথবা, সরাসরি ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে ডি-ফার্মা পাশ হতে হবে, সঙ্গে অবশ্যই স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল/ ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ায় রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। বয়স ঃ ১-১০-২০২৫ হিসেবে ১৯ বছর থেকে ২৫ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ অক্টোবর ২০০০ থেকে ১ এপ্রিল ২০০৬-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৫৭ সেমি, ওজন - উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বুকের ছাতির মাপ ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে।

সফল প্রার্থীদের ধাপে ধাপে অ্যাপটিটিউড টেস্ট এবং মেডিক্যাল টেস্ট নেওয়া হবে। মেডিক্যাল সহ অন্যান্য টেস্টের জন্য নির্দিষ্ট দিন স্থির রাখা হবে। প্রার্থীদের উক্ত র‍্যালীতে অংশ গ্রহণের আগে নিজ আগ্রহে নিজস্ব মেডিক্যাল চেকআপ, যেমন বিশেষ করে চওড়া পা, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, শারীরিক মাপ, বিকলাঙ্গতা, অসঙ্গতি ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে আসবেন। র‍্যালীতে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হিসেবে নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে — দূরপাল্লার দৌড়, পুল আপ, আঁকাবাঁকা ভারসাম্যতা, লং জাম্প। পরে নেওয়া হবে মেডিক্যাল পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষা। দূর পাল্লার দৌড়ে নতুন নিয়ম করা হয়েছে — ৬ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে ১.৬ কিমি. দৌড় শেষ করতে হবে কোয়ালিফাইং-এর জন্য। ন্যূনতম ৬ বার পুল আপ, ৯ ফুট ডিচিং, জিগ-জাগ ব্যালেন্স এগুলো র‍্যালিতে জানানো হবে। অর্থাৎ অন্তত ৬ বার পুল আপ না করতে পারলে অনুপযুক্ত হিসেবে বাতিল করে দেয়া হবে। ৯ ফিট দূরত্বের লংজাম্প ও আঁকাবাঁকা ভারসাম্যতায় হাঁটার বিষয়ে কোয়ালিফাই করতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীরা স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট, ভোটার তালিকা (যদি থাকে), কাস্ট সার্টিফিকেট, সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের ২০ কপি রঙীন ছবি, এডমিট কার্ড, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পাশের সার্টিফিকেট, সার্ভিসম্যান ও এক্স-সার্ভিসম্যানের পুত্র হলে ডিসচার্জ বুক, রিলেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ও জেরক্স কপি সহ নির্দিষ্ট দিনক্ষণ অনুযায়ী এডমিট কার্ড নিয়ে নিয়োগ র‍্যালিতে উপস্থিত থাকবেন। উপযুক্ত এবং ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থীদের এই র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে আগে থেকে আবেদন পাঠাতে হবে। এবং যথাসময়ে কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে।

টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে ৩৯ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে এস.আই অফ এক্সাইজ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ। বিই, বিটেক পাশ প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর, (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ এপ্রিল, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে অর্থ দপ্তরের এক্সাইজ অর্গানাইজেশনের অধীনে এস.আই অফ এক্সাইজ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ১১/২০২৫। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবশ্যক যোগ্যতা থাকলে আগামী ১৪ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।

প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৪ এপ্রিলের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ১১/২০২৫, তারিখ - ১ মার্চ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

শূন্যপদগুলো হল — পদের নাম - সাব-ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ ঃ শূন্যপদ ৩৯টি। এর মধ্যে ২০টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ২টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। এছাড়া, ৬টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ১৩টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) ৬টি পদের মধ্যে ২টি পদ এবং তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) ১৩টি পদের মধ্যে ৫টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অসংরক্ষিত ২০টি পদের মধ্যেও ৭টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রুপ-সি, নন-গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের এক্সাইজ অর্গানাইজেশনের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ। বিই, বিটেক পাশ প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। এছাড়াও, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড-অনুযায়ী ৫,৭০০ - ২৪,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স ২০১৮ অনুসারে, পে লেভেল ১০ অনুযায়ী।

বয়স ঃ ১৪-০৪-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। এছাড়া, এস সি/ এস টি / শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি চাকুরিরত প্রার্থীরা বয়সের উর্ধসীমায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ১৩০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পরে ২০ নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার ভিত্তিতে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। সামগ্রিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ১৩০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে দুইটি পার্ট। পার্ট-ওয়ান-এ ৯০টি প্রশ্ন, এমসিকিউ প্যাটার্ণ। পার্ট-টু-তে ২টি প্রশ্ন। কনভেনশনাল টাইপ প্রশ্ন। সিলেবাস সংক্রান্ত বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতেও তা জেনে নিতে পারেন। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে অথবা অনলাইনে এদেঁর ওয়েবসাইটে, ই-মেলে বা কল লেটারে জানানো হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে।

শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে আশিষ সাহা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।

বন্ধ্যাত্বের যাবতীয় অত্যাধুনিক চিকিৎসা নিয়ে ৩ দিনের আলোচনাচক্র

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): বন্ধ্যাত্বের যাবতীয় অত্যাধুনিক চিকিৎসা নিয়ে ১১ এপ্রিল থেকে ৩ দিনের এক আলোচনাচক্র হবে কলকাতায়।

'ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্টিলিটি কনক্লেভ, ২০২৫' নামে এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন অংশের কিছু নামী চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ অংশ নিয়ে তাঁদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন। এর উদ্যোক্তা ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকশন (আইসার) --- এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা।

শুক্রবার এ কথা জানালেন আইসার-বেঙ্গল এর চেয়ারপার্সন বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ ডা. সুদীপ বসু। তিনি জানান, সম্মেলনে নারী পুরুষ দুজনেরই বন্ধ্যাত্বের কারণ বিশ্লেষণ করা হবে। অত্যাধুনিক পেলভিক আলট্রাসাউন্ড, ফার্টিলিটি স্ক্যান, থ্রি-ডি টুলস, ওভারিয়ান প্যাথলজি সহ অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনায় অনেক নতুন নতুন তথ্য উঠে আসবে। যা আগামী দিনে সন্তান ইচ্ছুক দম্পতিকে আশার আলো দেখাবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, জনসংখ্যার বিচারে ভারতবর্ষ একেবারে সামনের সারিতে হলেও এখানে সন্তানহীন দম্পতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এদেশের ২ কোটি ৭৫ লক্ষ দম্পতি বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভুগছেন। অন্যদিকে আমাদের রাজ্যে বাচ্চার জন্মের হার দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক কম। বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে অনায়াসেই।

ডা. দিব্যেন্দু ব্যানার্জি জানান, সন্তানহীন দম্পতির জেনেটিক কোড বিশ্লেষণ করে বন্ধ্যাত্বের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা গেলে চিকিৎসায় ভাল ফল আশা করা যাবে।

ডা. সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য এবং ডা. ঐন্দ্রী সান্যাল জানান, আইভিএফ পদ্ধতিতে ভ্রূণ উৎপাদনের পরে হবু মায়ের শরীরে নানান সমস্যা দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ এবং যথযথ ব্যবস্থা না নেওয়া গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়ে।

বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। ক্যানসারের চিকিৎসা করালে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভ্রূণ সৃষ্টিতে সমস্যা হয়, এক্ষেত্রে ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশন সম্পর্কে সচেতনতা জরুরী। কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপির আগে ডিম্বাণু / শুক্রাণু সংগ্রহ করে হিমায়িত করে রাখলে পরবর্তী কালে আইভিএফ এর সাহায্যে সন্তান উৎপাদন অনেক সহজ হয়, জানালেন ডা. সুপর্ণা ব্যানার্জি।

অতি সম্প্রতি বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় এআই—এর ব্যবহার এবং সন্তান ধারণ সুগম করতে প্রোবায়োটিক ব্যবহার নিয়ে নতুন গবেষণার আগামী দিনে সন্তানাকাঙ্খী দম্পতির কাছে আশার আলো আনবে বলে জানান ডা. সুজয় দাসগুপ্ত ও ডা. পরাগ নন্দী।

আইভিএফ-এর খরচ মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় অনেকের সন্তানের আকাঙ্খা পূরণ হয় না। ন্যায্য মূল্যে আইভিএফ চিকিৎসার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে বললেন ডা. এস এম রহমান। আশা করা যায় আগামী দিনে সন্তানহীন দম্পতির মুখে হাসি ফোটাতে এই সব আলোচনা এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে যুব মোর্চার বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল(হি.স.) : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে মাচানতলা মোড়ে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি যুব মোর্চা।

বিক্ষোভে বিধায়ক নিলাদ্রী দানা, যুব মোর্চার সভাপতি সুদর্শন দে ও সম্পাদক সোমনাথ দাস রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। সুদর্শন দে জানান, বিজেপি যোগ্য শিক্ষকদের পাশে আছে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

জয়পুর ডেয়ারির বিশেষ প্রকল্প

জয়পুর, ৪ এপ্রিল: রাজস্থানের জয়পুর ডেয়ারি এখন থেকে দুধ উৎপাদনকারীদের কন্যাসন্তানের বিয়েতে ২১ হাজার টাকা অনুদান দেবে। 'সরস লাডো মাইরা যোজনা' প্রকল্প ৫ এপ্রিল চালু হবে, যা প্রায় ১.৫০ লাখ দুধ উৎপাদনকারীদের উপকৃত করবে। ডেয়ারির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

যোধপুরে আইজি ভিজিল্যান্সের গাড়ি দুর্ঘটনা, ৪ পুলিশ আহত

যোধপুর, ৪ এপ্রিল(হি.স.) : বারমের যাচ্ছিল আইজি ভিজিল্যান্সের গাড়ি, রাজস্থানের বাইতু এলাকায় একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে এএসপি-সহ ৪ পুলিশ আহত হন।

এক পুলিশ কর্মীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে গ্রিন করিডর তৈরি করে যোধপুর আনা হয়। তিনি চিকিৎসাধীন।

ওন্দায় সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্যার তৃণমূলে যোগদান

বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল(হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘর গোছাতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। ওন্দা বিধানসভা পুনরুদ্ধারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওন্দার চিঙানি অঞ্চল তৃণমূল কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে ওমরপুরের পূর্ব বুথের সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্যা কাকলি মাঝি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এছাড়া শ্যামনগর বুথের ২০টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেয়।

ব্লক যুব নেতা জগন্নাথ ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি আস্থা রেখে সাধারণ মানুষ তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। এদিন ওন্দা ব্লক তৃণমূল সভাপতি উত্তম বীট নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন ওন্দার বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা ভবানী মোদক।

পাওয়ানাদারের মানসিক চাপে আত্মহত্যার চেষ্টা শিক্ষিকার

ক্যানিং, ৪ এপ্রিল(হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬০০০ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হয়েছে বৃহস্পতিবার। এই ঘটনায় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন চাকরিহারারা। চাকরি হারিয়ে কেউ সামাজিক কটাক্ষের মুখে পড়ছেন তো কেউ বা পড়ছেন পাওনাদারদের হুমকির মুখে। পাওনাদারদের মানসিক চাপে বৃহস্পতিবার রাতেই আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক চাকরিহারা শিক্ষিকা। পরিবারের সদস্যরা রাতেই রুম্পা সিংহ নামে ওই শিক্ষিকাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে হাসপাতালের সিসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ক্যানিং রায়বাঘিনী হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষিকা ছিলেন রুম্পা। বাড়ি মেদিনীপুরে হলেও স্কুলের কাছেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন তিনি। প্রথম স্বামীর চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন মানুষের কাছে থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রুম্পার সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে সেই স্বামী রুম্পাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। বর্তমানে অনিমেষ জানা নামে একজনকে বিবাহ করেছেন তিনি। সেখানে থেকেই চাকরির টাকায় সংসার সামলে পাওনাদারদের টাকা কিছু কিছু করে পরিশোধ করছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার তাঁর চাকরি যেতেই বিকেলে পাওনাদাররা বাড়িতে হাজির হয়। পাওনা টাকা না পেয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ও নানা ভাবে মানসিক চাপ দেয় বলে অভিযোগ। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরেই রুম্পা একাধিক ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পাওনাদারদের মানসিক চাপ ও হুমকির কারনেই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে বলে সুইসাইড নোটে উল্লেখ করে রুম্পা।

রুম্পার বর্তমান স্বামী অনিমেষ বলেন, " চাকরি বাতিল হওয়ায় এমনিতেই ভেঙে পড়েছিল রুম্পা। এরপর বিকেল থেকে পাওনাদাররা বাড়িতে এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, নানা ভাবে হুমকি দেয়। এই অপমান সহ্য করতে না পেরেই সুইসাইড নোট লিখে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ও যোগ্য প্রার্থী হিসেবেই চাকরি পেয়েছিল, চাকরি হারিয়ে দিশেহারা।"রুম্পার এই আত্মহত্যার চেষ্টার বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুই বলতে চান নি। রুম্পা কেমন শিক্ষিকা ছিলেন সে বিষয়েও জিজ্ঞাসা করলেও তিনি নীরব থেকেছেন। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস অবশ্য শিক্ষিকার পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। তিনি বলেন, " এটা সম্পূর্ণ রাম ও বামেদের চক্রান্ত। এঁদের নোংরা রাজনীতির শিকার হলেন এই হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা। তবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছেন, উনি আশ্বাস দিয়েছেন সকল চাকরিহারাদের সাথে কথা বলবেন। নিশ্চয় উনি কিছু না কিছু ব্যবস্থা করবেন। এই নোংরা রাজনীতির হিসেব মানুষ "২৬ এর বিধানসভায় বাম ও বিজেপিকে বুঝিয়ে দেবে।"

২০২৫ বিশ্ব বক্সিং কাপ ব্রাজিল: হিতেশ প্রথম ভারতীয় হিসেবে ফাইনালে উঠলেন

ইগুয়াকু, ৪ এপ্রিল(হি.স.): বৃহস্পতিবার ফোজ দো ইগুয়াকুতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বক্সিং কাপ ব্রাজিল ২০২৫- এর ফাইনালে পৌঁছালেন প্রথম ভারতীয় বক্সার হিতেশ। জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হিতেশ ৭০ কেজি বাউটে ফ্রান্সের মাকান ট্রোরেকে ৫:০ ব্যবধানে হারিয়েছেন। অলিম্পিয়ান ট্রোরের বিরুদ্ধে শুরুতেই ভারতীয় বক্সার সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সবসময় পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এই কৌশলের ফলে হিতেশ লড়াইয়ের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন এবং তৃতীয় ও শেষ রাউন্ডে তিনি পেনাল্টি পেলেও, শেষ ফলাফল নিয়ে কখনও সন্দেহ ছিল না। এখন তিনি ফাইনালে ইংল্যান্ডের ওডেল কামারার মুখোমুখি হবেন। অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে, যাদুমনি সিং মান্ডেংবাম উজবেকিস্তানের প্রাক্তন এশিয়ান অনূর্ধ-২২ চ্যাম্পিয়ন আসিলবেক জলিলভের সঙ্গে লড়াই করে হেরে যান। ৯০ কেজি সেমিফাইনালে বিশাল উজবেকিস্তানের তুরাবেক খাবিবুল্লায়েভের কাছে ০:৫ ব্যবধানে হেরে যান, আর ৬০ কেজি বিভাগে শচীন পোল্যান্ডের পাওয়েল ব্রাচের কাছে হেরে যান।

গান্ধীকে 'পাকিস্তানের জনক' বলা যেতে পারে, মন্তব্য তথাগতের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে 'পাকিস্তানের জনক' বলা যেতে পারে বলে মন্তব্য করলেন অন্যতম প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়!

শুক্রবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "এই জাতি, ভারতবর্ষ, যার নামকরণ করা হয়েছে রাজা ভরতের নামে। হয়তো ৩,০০০ বছর আগে, হয়তো ৪,০০০ বছর আগে।

১৮৬৯ সালে জন্মগ্রহণকারী এম কে গান্ধী বেঁচে থাকলে তার বয়স হতো ১৫৫ বছর। একজন ১৫৫ বছর বয়সী মানুষ কি ৩,০০০ বছর বয়সী জাতির জনক হতে পারেন? নৃতত্ত্বগতভাবে সম্ভব নয়! তবে ন্যায়বিচারের সাথে তাঁকে পাকিস্তানের জনক বলা যেতে পারে!"

প্রসঙ্গত, অনেকে ভারতভাগের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে গান্ধীজির 'মুসলিমপ্রীতি'-কে দায়ী করেন।

তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্ভব নয়, দাবি এসএসসি চেয়ারম্যানের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। শুক্রবার এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন। এই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, "তিন মাসের কথা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উল্লেখ নেই। এটা একটা বড় প্রক্রিয়া।"

২০১৬ সালের এসএসসি-র নিয়োগে অনিয়মের দায়ে বিপুল কর্মচ্যুতি প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে সাংবাদিকদের বলেন, "যাঁদের বাতিল করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১১৬১০ জন নবম-দশম শ্রেণিতে পড়াতেন। ৫৫৯৬ জন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াতেন। বাকিরা অন্য ক্লাসে।

ওরা বলেছে তিন মাসের মধ্যে প্রসেস করতে, আমরা করে দেব। আমরা চাই এটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক।"

কেন তিন মাসে এই নিয়োগ সম্ভব নয়, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সিদ্ধার্থ মজুমদার শুক্রবার বলেন, "পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন ২৬ লক্ষ প্রার্থী। পরীক্ষায় বসেন প্রায় ২২ লক্ষ। এঁদের মধ্যে নবম-দশমের এক লক্ষ ৪১ হাজার এবং একাদশ-দ্বাদশের দেড় লক্ষ প্রার্থী রয়েছেন। তাই এত বড় নিয়োগ প্রক্রিয়া তিন মাসের মধ্যে সম্ভব নয়।"

এই সঙ্গে তিনি বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দ্রুত যাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আমরা শুরু করি, সেই বার্তা সরকার থেকে এসেছে। দু'এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। তার জন্য আমরা প্রস্তুত। আইনজীবীর সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে।"

সাংবাদিক বৈঠকে এসএসসির চেয়ারম্যান বলেন, "আমরা আলোচনা করছি। আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।

যোগ্যদের বাছাই করার পথ জানালেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ২০১৬ এসএসসি-র শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির মামলা প্রসঙ্গে বড় দাবি শুনিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুক্রবার প্রাক্তন বিচারপতির দাবি, 'যোগ্যদের বাছাই করার পথ আছে। যাঁরা জালিয়াতি করে চাকরি পেয়েছেন, তাদের আলাদা করে বাছাই করা সম্ভব।'

এই মামলার তদন্তে নেমে সিবিআই জানিয়েছিল, বিস্তর দুর্নীতি হয়েছে। যোগ্য, অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব নয়। চূড়ান্ত রায়দানের সময় শীর্ষ আদালতও জানিয়ে দিয়েছে, যে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব হয়নি। ফলে পুরো প্যানেলই বাতিল করা হল।

তবে অভিজিৎবাবু জানান, যাঁরা সৎ ভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন জমা দেওয়া দরকার। একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'নিয়োগে যে দুর্নীতি হয়েছিল, তা তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। যাঁরা অভিযুক্ত, তাঁদের জেরা করলেই জানা যাবে জালিয়াতি করে কারা চাকরি পেয়েছিলেন।'

পুরো প্যানেল বাতিল প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বৃহস্পতিবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে নাম না করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'এই রায়টা যিনি প্রথম দিয়েছিলেন তিনি বিচার ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে বিজেপির এমপি হয়েছেন। সাম গাঙ্গুলি না ডাঙ্গুলি!'

শুক্রবার এ প্রসঙ্গে তৃণমূলকেই পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূলের তরফ থেকে আমাদের ফ্রি হ্যান্ড দিক, কারা জালিয়াতি করে চাকরি পেয়েছেন তাদের তালিকাটা বের করে দেব।' প্রাক্তন বিচারপতির দাবি ঘিরে নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে।

'চাকরিহারাদের সংসার কী খাবে, একটু সময় দেওয়া উচিত ছিল", মন্তব্য অরুণাভ ঘোষের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): "চাকরি চলে যাওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যেটা সুপ্রিম কোর্টের মনে করা উচিত ছিল। এতগুলো লোকের চাকরি চলে গেল, তাঁদের সংসার কী খাবে, একটু সময় দেওয়া উচিত ছিল।" ২০১৬ সালে এসএসসি-র নিয়োগে অনিয়ম নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে শুক্রবার এই মন্তব্য করেন আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ।

তিনি রায় নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, "যে সৎভাবে চাকরি পেয়েছে তার চাকরি চলে যাওয়াটা মেনে নেওয়া যায় না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নির্বাচন কীভাবে হয়? মেরিটে হয়! আগে নিজেদের দিকটা দেখুক।"

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাই কোর্টের রায় বহাল রেখে ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

নাগৌরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলি ও পাথরবৃষ্টি

নাগৌর, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানের নাগৌরের বি-রোডে বৃহস্পতিবার রাতে বিবাদের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এক পক্ষ গুলি চালালে অন্য পক্ষ পাথর ছোড়ে।

পুলিশ জানায়, দুই বাইক আরোহী হারুন টেলির বাড়িতে গুলি চালায় ও তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। সে গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে গুলির একটি খোল উদ্ধার হয়েছে। পুরনো শত্রুতার জেরে এই হামলা বলে অনুমান। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে অভিযুক্তদের খোঁজ করছে।

এসএসসি ও রাজ্যের ভুলকে কটাক্ষ আইনজীবী জয়ন্ত মিত্রর

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): "গোটা ঘটনাটা ঘটল স্কুল সার্ভিস কমিশন ও রাজ্যের ভুলের জন্য। এতজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হল।" সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে শুক্রবার সংবাদমাধ্যমকে এই মন্তব্য করলেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়ন্ত মিত্র।

চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে তাঁর মত, "একই সঙ্গে ভালো-খারাপ বলি হয়ে গেল। এতদিনে নতুন করে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়ার সেই মনোবল বা শরীরও থাকে না।"

প্রসঙ্গত, স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এ বিষয়ে কলকাতা হাই কোর্ট যে রায় দিয়েছিল, তা-ই বহাল রাখা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে চাকরি গিয়েছে ২৫ হাজার ৭৫২ জনের। আদালত জানিয়েছে, 'অযোগ্য' বলে যাঁদের চিহ্নিত করা গিয়েছে, তাঁদের বেতনও ফেরত দিতে হবে। যাঁদের চিহ্নিত করা যায়নি, তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে চাকরি হারালেন তাঁরাও।

নতুন নিয়োগে কারা সুযোগ পাবেন, তা নিয়ে ধন্দে এসএসসি

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): এসএসসি-র নতুন নিয়োগে কারা সুযোগ পাবেন, বা পাবেন না, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। বস্তুত এর উত্তর এখনও জানে না এসএসসি নিজেই।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এ বিষয়ে শুক্রবার এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার

জানান, "নিয়োগ শুরু করতে তাঁরা প্রস্তুত। নতুন নিয়োগে কারা অংশ নেবেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা নেই। এ বিষয়ে আইনজীবীদের পরামর্শ নেবে কমিশন।

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, চাকরিহারাদের মধ্যে যাঁরা এর আগে অন্য কোনও সরকারি দফতরে চাকরি করতেন, তাঁদের তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পূর্বের পদে ফিরিয়ে দিতে হবে। এসএসসির চেয়ারম্যান এ প্রসঙ্গে বলেন, "অন্য চাকরি থেকে কেউ এসে থাকলে, সেই তথ্য আমাদের কাছে আছে কি না, সন্দেহ। অন্য স্কুল থেকে এসেছেন কিনা, সেটাও দেখতে হবে। যিনি চাকরিরত, এটা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব। তিনিই পুরনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার আবেদন করবেন। প্রয়োজনে তাঁর আগের সংস্থায় সুপারনিউমেরি (অতিরিক্ত) পদ তৈরি করা যেতে পারে।"

উত্তর প্রদেশে যুবককে গুলি করে হত্যার অভিযোগ

সুলতানপুর, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের কাদিপুর থানা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে দুষ্কৃতীরা এক বাইক আরোহীকে গুলি করে। আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানায়, নিহত বাইক আরোহীর নাম রাকেশ বিশ্বকর্মা (২৮)। কয়েকজন সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এই ঘটনায়।

যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা নিয়ে প্রশ্নে কার্যত ক্ষোভ এসএসসির চেয়ারম্যানের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): এসএসসি-র নিয়োগে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা নিয়ে শুক্রবারের সাংবাদিক বৈঠকে একাধিকবার এই প্রশ্ন শুনে কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে।বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত রায়দানের সময় শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব হয়নি। ফলে পুরো প্যানেলই বাতিল করা হল। এ প্রসঙ্গেই সামনে আসছে, কেন যোগ্য অযোগ্য বাছাই করা গেল না?

সম্প্রতি আসামে আইনজীবি আক্রান্তের ঘটনা নিয়ে শুক্রবার আগরতলায় পার্থ প্রতিম এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।

শ্রীরামপুর ট্রাই জাঙ্কশনে বাসন্তী পুজো প্রাঙ্গনে রক্তদান শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ এপ্রিল: অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন, ঊনকোটি এবং শ্রীরামপুর সার্বজনীন বাসন্তী পূজা কমিটির উদ্যোগে আজ শ্রীরামপুর ট্রাই জাঙ্কশনে বাসন্তী পুজো প্রাঙ্গনে এক রক্তদান শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই দুই শিবিরের আয়োজন করেন অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন, ঊনকোটি এবং শ্রীরামপুর সার্বজনীন বাসন্তী পূজা কমিটির সহযোগিতায়।

উক্ত শিবিরে ২১ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন ঊনকোটি কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অরূপ চক্রবর্তী ও সভাপতি ডাঃ শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ। তাছাড়া, ৮৬ জন স্বাস্থ্য শিবিরে পরিষেবা গ্রহণ করেন। সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তচাপ নির্ণয় এবং ব্লাড সুগার পরীক্ষা এগুলো করা হয়। তাছাড়া, প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

সে ঔষধের মধ্যে আন্টি হাইপারটেন্সিভ ঔষধ ও আন্টি ডায়াবেটিক ঔষধ দেওয়া হয়। ভবিষ্যতেও অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন এধরণের কার্য্যক্রম সারা জেলাব্যাপী সারাবছরই করে থাকবে বলে অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন, ঊনকোটি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

নির্মাণ শ্রমিকের হাতে সরঞ্জাম এবং নগদ অর্থ তুলে দিল শ্রমদপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৪ এপ্রিল: শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে নির্মাণ শ্রমিকদের হাতে সরঞ্জাম এবং নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয় আজ। আজ সাব্রুম শ্রম দপ্তরের অফিস কক্ষে সাব্রুম মহকুমার যারা নির্মাণ শ্রমিকের ট্রেনিং করেছিল তাদেরকে কাজের সরঞ্জাম প্রদান করা হয় এবং প্রত্যেক নির্মাণ শ্রমিকদের পাঁচ দিনের জন্য ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

গত অক্টোবর মাসে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের শেল্টার হাউজে ৪৭ জন নির্মাণ শ্রমিক পাঁচদিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। যারা যারা ওই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে শ্রমদপ্তুরের পক্ষ থেকে তাদের কাজের সরঞ্জাম প্রদান করা হয়, যেখানে ছিল একটি পাট্টা, একটি স্কেল এবং একটি ব্যাগ ভর্তি অন্য সামগ্রী। আজকে ২৬ জনের হাতে সরঞ্জাম সামগ্রী তুলে দিলেন সাব্রুম মহকুমা শ্রম দপ্তরের আধিকারিক অমিত কর।

বাজেটের সমর্থনে কল্যাণপুরে বিকশিত ত্রিপুরা- বিকশিত বাজেট শীর্ষক ধন্যবাদ সূচক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৪ এপ্রিল: এবারের রাজ্য বাজেটকে জনমুখী আখ্যা দিয়ে ' বিকশিত ত্রিপুরা / বিকশিত বাজেট শীর্ষক এক ধন্যবাদ সূচক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার কল্যাণপুর লোটাস কমিউনিটি হলে। এর উদ্যোক্তা হলেন কল্যাণপুর মন্ডল মহিলা মোর্চা। সভার সভাপতিত্ব করেন মহিলা মোর্চার মন্ডল সভাপতি মীরা শীল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জেলা সভাধিপতি তথা জেলা মহিলা মোর্চার সভাপতি অপর্ণা সিংহ রায়, কল্যাণপুর মন্ডল সভাপতি নিতাই বল, জেলা সাধারণ সম্পাদক সরস্বতী দেবনাথ, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, অসীম দেবরায় প্রমুখ।

বাজেটকে আমজনতার বাজেট আখ্যা দিয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন সারা রাজ্যেই বাজেটের সমর্থনে এর কি সুফল তার ব্যাখ্যা মানুষ এর কাছে করা হচ্ছে। ঠিক তেমনি ভাবে কল্যাণপুর মহিলা মোর্চা ও এই আয়োজন করেছে। তিনি বলেন এই বাজেট সত্যিকার অর্থে সর্ব স্তরের মানুষের বাজেট। শ্রমজীবি সহ ব্যবসায়ী, কৃষক, সরকারী কর্মচারী বিশেষ করে অন্ত্যোদয় ও গরীব দের বান্ধব এই বাজেট। তিনি এর জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন তিনি।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর এমন বাজেট রাজ্যবাসী পেয়েছে। বাজেটে মহিলাদের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। কোন কন্যা সন্তান জন্ম হলে এখন সরকারী ভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। যে টাকা আঠারো বছর পর মেয়ের বিয়ের সময় প্রায় দশ লাখ টাকা হয়ে যাবে। বিগত সরকার এমন চিন্তা ভাবনা কল্পনা ও করেনি। এর ফলে মহিলা দের প্রতি সরকারের যে সম্মান জনক দৃষ্টি তার প্রতিফলন ঘটেছে অন্য দিকে কন্যা সন্তান যে অবহেলার বস্তু না তা সাফ জানান দেওয়া হয়েছে। কন্যা সন্তান কে মাতৃ রূপে বর্তমানে মা দুর্গার মতো দেখা হয়।

অথচ বিগত সরকারের আমলে মহিলাদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। খোয়াই জেলার সভাধিপতি তথা বিজেপি খোয়াই জেলার মহিলা মোর্চার সভাপতি অপর্ণা সিংহ রায় তার বক্তব্যে বলেন একটি পরিবারের মা হচ্ছেন সেই পরিবারের খুঁটি। মা দের মধ্যে অসীম ধৈর্য্য আছে বলেই দেশ এবং রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে পারবেন না। এর জন্য প্রয়োজন সকল মাতৃ শক্তির ঝাঁপিয়ে পরা। তিনি বলেন, এই বাজেট সর্বস্পর্শী এবং সর্বগ্রাহী। যে বাজেটে উপকৃত হয়েছেন মহিলা, কৃষক, শিশু, শ্রমজীবি মানুষ সহ সরকারী কর্মচারীরা। বিগত সরকার এর আমলে এমন বাজেট কোন দিনই দেখা যায় নি। এই বিকশিত বাজেট জানান দেবে আগামী দিনে রাজ্য কোন পথে চলবে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন মন্ডল সভাপতি নিতাই বল, সরস্বতী দেবনাথ প্রমুখ।

কমলপুর বামনছড়া অনন্ত সাধুর আশ্রমে ৫৯ তম বাসন্তী পূজাকে অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৪ এপ্রিল: কমলপুর মহকুমার বামনছড়া অনন্ত সাধুর আশ্রমে বাসন্তী মায়ের পূজা ৫৯ বছরে পা দিয়েছে। আজ সপ্তমী পূজা। প্রতি বছর বামনছড়া অনন্ত সাধুর আশ্রমে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে রাজ্য বহিঃ রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ আসেন পূজা উপভোগ করতে। পূজা করতে আসেন আসামের করিমগঞ্জ থেকে পুরোহিত সনময় ভট্টাচার্য্য। তিনি প্রতি বছর আসেন আশ্রমে বাসন্তী পূজা করতে। এর আগে উনার দাদুরা আশ্রমে পূজা করে গেছেন। পূজা হয় নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে।

অনন্ত সাধুর আশ্রমে বাসন্তী পূজা কে কেন্দ্র করে পূজার তিনদিন প্রচুর দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা দেয়। পূজার তিনদিন দর্শনার্থীদের মধ্যে অন্ন ভোগ খাওয়ানো হয়। এই অনন্ত সাধুর আশ্রমের খুব নাম রয়েছে। একদা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শচিন সিং, সুধীর রঞ্জন মজুমদার, রাজ মাতা বিভূদেবী সহ বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তা নিয়মিত আসা যাওয়া করে পূজা দিতেন। অনন্ত সাধুর আশ্রম প্রতিষ্ঠা ১৯৫৫ সালে। বর্তমানে আশ্রম পরিচালনা কমিটি রয়েছে। আশ্রম ও বাসন্তী পূজা সম্পর্কে কথা বলেন অনন্ত আশ্রম পরিচালনা কমিটির সভাপতি বিভাস ধর এবং পুরোহিত সনময় ভট্টাচার্য্য।

মায়ানমারের সিনিয়র জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদীর, পাশে থাকার আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ও ব্যাঙ্কক, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ব্যাঙ্ককে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের মাঝে মায়ানমারের সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং-এর সঙ্গে দেখা করেন নরেন্দ্র মোদী।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী জানান, ব্যাঙ্ককে বিমসটক শীর্ষ সম্মেলনের মাঝে মায়ানমারের সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্য আবারও সমবেদনা জানিয়েছি। এই সংকটময় সময়ে ভারত মায়ানমারকে সহায়তা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। আমরা ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বিশেষ করে যোগাযোগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আরও অনেক কিছু নিয়েও আলোচনা করেছি।

প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা মনোজ কুমার

মুম্বই, ৪ এপ্রিল (হি.স.): বর্ষীয়ান অভিনেতা মনোজ কুমার প্রয়াত হলেন শুক্রবার সকালে। ৮৭ বছরের অভিনেতা মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বলিউডে।

জানা গেছে, বার্ধক্যজনিত একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। সম্প্রতিই তাঁকে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

মনোজ কুমারের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): শুক্রবার সকালে বর্ষীয়ান অভিনেতা মনোজ কুমার প্রয়াত হলেন। ৮৭ বছরের অভিনেতা মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে শোকের ছায়া নেমেছে বলিউডে ও রাজনৈতিক মহলেও।

তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, কিংবদন্তি অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী মনোজ কুমার জির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তিনি ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের একজন আইকন, যাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হত তাঁর দেশপ্রেমের জন্য, যা তাঁর চলচ্চিত্রেও প্রতিফলিত হয়েছিল। মনোজ জির কাজ রাষ্ট্রীয় গৌরবের চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল এবং তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত করবে। এই শোকের মুহূর্তে তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গভীর রাতে খিদিরপুরের ফ্যান্সি টেন্ড সেন্টারে আগুন আতঙ্ক

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতায় ফের আগুন-আতঙ্ক। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে খিদিরপুরের ফ্যান্সি ট্রেড সেন্টারের একটি মিটারবক্সে আগুন লাগে। মিটারবক্সের ভিতর থেকে স্পার্ক করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। দমকলের দুটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন।

ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও ব্যাঙ্কক, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ব্যাঙ্ককে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পৌঁছেছেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে ভবিষ্যত পরিকল্পনা "ব্যাঙ্কক ভিশন ২০৩০" গৃহীত হবে। বিমসটেকের ভবিষ্যতের দিশা নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিমসটেক বিশিষ্ট জনেদের রিপোর্টও এতে স্বীকৃত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বিমসটেকে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ছবি শেয়ার করেন। জানান, আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। আমাদের প্রচেষ্টা মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনুক।

শুক্রবার ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন

নয়াদিল্লি ও ব্যাঙ্কক, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ব্যাঙ্ককে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী এদিন বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে ভবিষ্যত পরিকল্পনা "ব্যাঙ্কক ভিশন ২০৩০" গৃহীত হবে। বিমসটেকের ভবিষ্যতের দিশা নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিমসটেক বিশিষ্ট জনেদের রিপোর্টও এতে স্বীকৃত হবে।

অবসান ঃ সাংসদ রাজীব

● প্রথম পাতার পর

গরিব মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক যাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন তাঁরা উপকৃত হবেন।

তাঁর কথায়, বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এবং গরিব অংশের মানুষদের উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তাই ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সমাগম, আজ অষ্টমী

● প্রথম পাতার পর

প্রতিবছরের মত এ বছরও দুর্গা বাড়িতে সরকারি উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী এই পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বোধনের মধ্য দিয়ে পূজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আজ মহাসপ্তমী তিথিতে বহু ভক্ত সমাগম ঘটে। গতকাল মহা অষ্টমী। শুধু দুর্গা বাড়িতে নয় রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবেও আশ্বিন মাসের দুর্গ পুজোর পাশাপাশি চৈত্র মাসের এই বাসন্তী পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করে কোথাও কোন ধরনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় নি। নিয়ম নিষ্ঠা মতই বাসন্তী পুজো চলেছে।

রেখেছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মা বোনদের ব্যাপক উপস্থিতি এখানে প্রত্যক্ষ হয়েছে। এভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষ্টি সংস্কৃতি অনেক বেশি পরিপুষ্ট হয়। এই আনন্দের মুহূর্তগুলি নিয়েই আমরা বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের সরকারও চেষ্টা করছে জনজাতি অংশের মানুষের কৃষ্টি সংস্কৃতি অটুট রাখার। আমাদের রাজ্যে ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি অনেক বেশি উন্নত মানের। সেটা যাতে হারিয়ে না যায় তারজন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রয়াস জারি রেখেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেলা মানেই মেলবন্ধনের একটা প্ল্যাটফর্ম। এই মেলাকে ঘিরে সরকারিভাবে স্টল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এসব মেলার আয়োজনের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। ত্রিপুরা সরকার বইমেলা, শিল্প মেলা, সরস মেলা, খারচি মেলা, দেওয়ালি মেলা, বাণিজ্য মেলা, নীরমহল পর্যটন উৎসব সহ ইত্যাদি মেলার আয়োজন করে থাকে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে মানুষ এসবের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে। আজ এই মেলায় উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আমরা আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে গর্বিত। ডাঃ সাহা বলেন, ব্রহ্মকুন্ড এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে। আমরা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আমাদের বাজেট বৃদ্ধি করেছি। যাতে আরও বেশি মানুষ এখানে আসেন এবং বিনিয়োগ করেন। যা সামগ্রিক অগ্রগতির দিকে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের সরকার জনগণের সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন, আমরা একই দিশায় কাজ করছি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিত শীল, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

জলসেচ ব্যবস্থার সুফলে অনাবৃষ্টিতেও কল্যাণপুরে কৃষির ফলন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ৪ এপ্রিল।। গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগণ্য কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে খোয়াই জেলার কল্যাণপুর বিশেষভাবে স্বীকৃত। নির্দ্বিধায় বলা যায় কল্যাণপুর এলাকার বিভিন্ন কৃষিজাত সামগ্রী সমূহ গোটা রাজ্যের মধ্যে পরিচিত। বর্তমান সময়ে চলছে গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষের মরসুম। দিকে দিকে বৃষ্টির জন্য কৃষকরা অপেক্ষা করছে। বৃষ্টি নেই, আমরা সবাই জানি কৃষিকে বিকশিত করার প্রয়োজনে পরিমিত বৃষ্টির প্রয়োজন।

এই অবস্থায় কল্যাণপুরের বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা কিভাবে কৃষি কাজ করছেন এই বিষয়টা একটু দেখার প্রয়াস করলাম। বৃষ্টি না থাকলেও কল্যাণপুরের দক্ষিণ ঘিলা তলী, ঘিলাতলি, বাঘবের, পূর্ব কল্যাণপুর, কমলনগর, পশ্চিম ঘিলাতলি ইত্যাদি এলাকার কৃষকরা কৃত্রিম জল সেচের মাধ্যমে কৃষি কাজের গতি অব্যাহত রেখেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকার প্রদত্ত জল সেচ ব্যবস্থা সমূহ এই প্রায় অনাবৃষ্টির ক্ষেত্রেও কৃষিকে অক্সিজেন দিয়ে চলেছে।

আরো খবর নিয়ে জানা গেছে ইতিমধ্যে দক্ষিণ ঘিলাতলী ,পুলিশ পাড়া, ছনখলা ইত্যাদি এলাকার কৃষকরা অল্প অল্প করে গ্রীষ্মকালীন সবজি বাজারজাত করতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ সবমিলিয়ে দাবি করা যায় অনাবৃষ্টির ফলে খরাজনিত পরিস্থিতির আশঙ্কা তৈরি হলেও কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন কল্যাণপুর জুড়ে কৃষিকে ভরসা যোগাচ্ছে।

মৃত্যু বাইক চালকের

● প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে আগরতলা- সাব্রুম জাতীয় সড়ক ধরে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল এক যুবক। তখন দ্রুতগতিতে আসা যুবকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির সাথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ওই ঘটনায় যুবকটি লরির চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। সাথে সাথে প্রত্যক্ষদর্শীরা আমতলী থানায় এবং বাধারঘাট দমকলবাহিনীকে খবর দিয়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গিয়েছে দমকল কর্মীরা এবং পুলিশ। দমকলকর্মীরা লরির চাকার নিচ থেকে যুবকটিকে উদ্ধার করে হাপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা যুবকটির সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন।মৃতের নাম কিষান সরকার (১৭)। বাড়ি আমতলী থানাধীন রায়েরমুড়া গাবতলী এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের সাথে।

এদিকে আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ লরি এবং বাইক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। এদিকে ঘটনার পর লরি চালক ঘটনাস্থল থেকে গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই ঘটনায় আমতলী থানার পুলিশ একটি মামলা নথিভুক্ত করে ঘাতক লরি চালককে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

২০ বছরের কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

সে কাউকে বলে তাহলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। মেয়েটি বাড়ি যাওয়ার পর তার মা-বাবা জানতে পারেন মেয়েটি প্রস্রাব করতে অসুবিধা হচ্ছে এবং শারীরিক নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।পরবর্তীতে একান্তে মেয়ের মা বাবা মেয়ের থেকে উক্ত ঘটনা জানার পর অমরপুর বীরগঞ্জ থানায় বিজয়মনির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।লিখিত অভিযোগ পেয়ে অমরপুর বীরগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর অলঙ্গ বর্মন তড়িঘড়ি তদন্ত শুরু করেন।অলঙ্গ বর্মন আঠারো জনের সাক্ষীসহ আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।গোমতী জেলার দায়রা আদালতে ১৮ জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করার পর স্পেশাল জর্জ প্রথমে বিজয়মনি কে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং আজ শুক্রবার সন্ধ্যা পাঁচটায় অভিযুক্ত বিজয়মনি রুপিনীর ২০ বছরের কারা বাস সাজা ঘোষণা করেন। এখানে উল্লেখ ২০২৩ সালে বীরগঞ্জ থানার কেস নাম্বার ৪৬/ ২৩। ধারা যুক্ত করা হয়েছে ৩৭৬ এ বি এবং পক্সো আইনের ৬ ধারা।এছাড়াও ৫০৬ ধারা যুক্ত করা হয়েছে।আজকে স্পেশাল জর্জ শংকর লাল দত্ত আঠারো জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করার পর উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে আসামি বিজয়মণি রুপিনীকে বিশ বছরের সাজা ঘোষণা করেন। সাথে ৭০০০টাকা জরিমানা করা হয়। ৫০৬ ধারায় ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয় এখানে উল্লেখ থাকে যে সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর পল্টু দাস।আজকের এই ২০ বছরের সাজা ঘোষণার সাথে সাথে গোমতী জেলায় এই ১৫ দিনের মধ্যে দুটো ২০ বছরের সাজার ঘোষণা করা হয়।সরকারি আইনজীবী তথা পাবলিক প্রসিকিউটার পল্টু দাস জানান এই সাজা ঘোষণার ফলে আগামী দিনে নাবালিকা কন্যা সহ মহিলাদের উপর নির্যাতন, বলাৎকার এবং ধর্ষণ সহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের পরিমাণ কমবে বলে মনে অভিমত ব্যক্ত করেন।

ডাক প্রদেশ কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

এবং তারপর অনুমতি ছাড়াই বরাদ্দকৃত জমিকে ব্যবহারের জমিতে রূপান্তর করা হয় এবং বরাদ্দকৃত জমি যথাযথ অনুমতি ছাড়াই নিজেদের ব্যবহারেট জমিতে রূপান্তরিত করা সহ একাধিক অবৈধ কাজ হচ্ছে। এই কাজের সাথে ল্যান্ড রেকর্ড অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফিসার রত্নজিৎ দেববর্মা এবং সহকারী সিনিয়র কম্পিউটার কর্মী তাপস চৌধুরী যুক্ত রয়েছে। অতিসত্বর তাদেরকে অপসারণ করা দরকার এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা উচিত। এদিন আরও লেখেন, সিপাহীজলার ডিএম ও কালেক্টর চার্জশিট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা প্রদান করবেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দুইজন আধিকারিকরা ভূমি মাফিয়াদের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারলে তারা জমির রেকর্ড কারচুপির চেষ্টা করতে পারে।

এদিন তিনি আরো বলেন, জমি কেলেঙ্কারী ত্রিপুরার একটি বড় কেলেঙ্কারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা রাজ্য কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অতিসত্বর এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করা দরকার। কোনো দুর্বলতা না থাকলে সিবিআই তদন্ত দেওয়া উচিত। তাই আগামী ১৫ দিনের মধ্যের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ গ্রহণ না করলে গোটা রাজ্যে বড় আন্দোলনে সামিল হবে প্রদেশ কংগ্রেস।

অসুস্থ এক ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করে অসুস্থ ব্যক্তিকে ভর্তি করে হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলার পর বর্তমানে অমর রায় বাড়িতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। অমর রায় আজ অর্থাৎ শুক্রবার শ্যামলা ফার্মেসীর মালিক সমীর দাস ও দোকানের কর্মচারী শানু শুক্ল বৈদ্যর নামে ভুল ওষুধ দেওয়ায় পেচারতল থানায় লিখিত আকারে অভিযোগ জানান।

অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে অসুস্থ ব্যক্তি অমর রায় এবং উনার পরিবার শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং পুলিশ প্রশাসন ড্রাগস ইন্সপেক্টর এবং সংবাদমাধ্যমের শরণাপন্ন হয়ে সঠিক বিচারের আর্জি জানান।

তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন এরকম আরো বহু বহু ফার্মেসী রয়েছে পেচারতল সহ আশপাশ এলাকায়। এভাবে ভুল ওষুধ দিয়ে দিনের পর দিন কালবাজারি ব্যবসা করে যাচ্ছে। সেইসব দোকানগুলিতে ড্রাগস কন্টোল বোর্ডের কর্মকর্তারা সরজমিনে প্রতিটি ফার্মেসিতে গিয়ে তদন্ত করে তার জন্য বর্তমান সরকারের কাছে দাবি জানান অসুস্থ ব্যক্তি অমর রায় ও উনার পরিবার।

অভিযোগ মামলা

● প্রথম পাতার পর

মহাবিদ্যালয় থেকে কিছুটা দূরে আসার পরে ওই ছেলেটি আবার মেয়েটির কিছু ধাওয়া করে এবং পথ আগলে দাঁড়ায়। তার মামার সামনে মেয়েটিকে টেনে নেবার জন্য চেষ্টা করলে আশপাশের মানুষজনদের ডাকাডাকি করেন মেয়েটির মামা। সেই সময় সেই ছেলেটি এসিড দিয়ে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। মেয়েটি এবং তার মামার চিৎকারে আশপাশে মানুষজন জমা হলে সে সময় ছেলেটি তার স্কুটি রেখে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে মেয়েটি তার মামার সাথে ধর্মনগর মহিলা থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ছেলেটির বিরুদ্ধে। ছেলেটির নাম জাবেদ হক, বাড়ি উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার বিলথৈ এলাকায়।

টয়লেটের নির্মাণ কাজ

● প্রথম পাতার পর

পিংক টয়লেট নির্মান করতে তিনি রাজি ছিলেন না। কিন্তু ২০২৪ সালের ১২ জুলাই কৈলাসহর পুর পরিসদের বৈঠকে ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে নিজেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন কার্গিল কর্নারে টয়লেট নির্মান করার জন্য। ভাইস চেয়ারম্যানের কথা অনুযায়ী শহরের কার্গিল কর্নারে টয়লেট নির্মানের কাজ শুরু হয়েছিলো। অথচ, টয়লেট নির্মানের কাজ শুরুর পর কৈলাসহর মন্ডলের সভাপতি প্রীতম ঘোষ এবং পুর পরিসদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে পুর পরিসদের কাউকে কিংবা প্রশাসনের কাউকে কিছু না বলে টয়লেট নির্মানের কাজ বন্ধ করে দিয়ে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, কার্গিল কর্নারে অবৈধভাবে টয়লেট নির্মান করা হচ্ছে এবং ভাইস চেয়ারম্যানকে না জানিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পুর পরিসদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায় জানান যে, ২০২৪সালের বারো জুলাই পুর পরিসদের কনফারেন্স হলঘরের যে বৈঠকে লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো যে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় এবং শহরের কার্গিল কর্নারে টয়লেট নির্মান করা হবে তাতে পুর পরিসদের রেজিস্ট্রার খাতায় ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে নিজেও স্বাক্ষর দিয়েছেন। সেই রেজিস্ট্রার খাতাও সাংবাদিক সম্মেলনে সবাইকে দেখান চেয়ারম্যান। তাছাড়াও চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায় জানান যে, পুর পরিসদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে এবং বিভিন্ন কাজে বাঁধা প্রদান করেন স্থানীয় মন্ডল সভাপতি। সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকাশ্যেই নাম ধরেই মন্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ এবং পুর পরিসদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে-এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন পুর পরিসদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায়।

াঙ্গন

তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেটের ফাইনালে আজ ব্লাডমাউথ - জেসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুই দলই প্রস্তুত। আগামীকাল খেতাবি লড়াই। তপন মেমোরিয়াল নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। শক্তিশালী দুই দল ব্লাড মাউথ এবং জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব (জেসিসি) পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। খেলা টিআইটি গ্রাউন্ডে। শুরু হবে সকাল সাড়ে আটটা থেকে। প্রস্তুত উভয় দল। বিশেষ করে ব্লাড মাউথ ক্লাব মুখিয়ে রয়েছে মরশুমের তৃতীয় ট্রফি ঘরে তোলার জন্য। এদিকে, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবও কিন্তু পিছিয়ে নেই। সেমিফাইনাল পর্য্যায়ের খেলায় ব্লাডমাউথ ক্লাব এবারের টি-টোয়েন্টি লীগ রানার্স কসমোপলিটনকে ৬ রানের ব্যবধানে রোমাঞ্চকরভাবে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছে। এর আগে ব্লাডমাউথ ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ঠিক এক রানের ব্যবধানে শ্বাসরুদ্ধকর ভাবে স্ফুলিঙ্গকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। পক্ষান্তরে, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবও সেমিফাইনাল পর্য্যায়ের খেলায় সংহতিকে ২ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করেছে। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্বের খেলায় মৌচাককে সাত উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। বলা বাহুল্য, চলতি মরশুমে জেসিসি ব্লাডমাউথ ক্লাব ইতোমধ্যে দু-দুটি ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। ক-দিন আগে শেষ হওয়া সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জেসিসি এবং ব্লাড মাউথ ক্লাব সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিলেও তাদের মধ্যে কোন ম্যাচ হয়নি। তবে ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ডাবল লীগের প্রথম টিতে জেসিসি তিন উইকেটের ব্যবধানে ব্লাডমাউথকে এবং ফিরতি লীগে ব্লাডমাউথ ক্লাব ছয় উইকেটের ব্যবধানে জেসিসিকে পরাজিত করেছিল। এখন আগামীকাল দেখার বিষয় তপন মেমোরিয়াল ক্রিকেটের ফাইনালে কোনদল জয়ের হাসি হেসে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ঘরে তুলে নেয়।

অধিনায়ক রাহানের কিটব্যাগে লাথি, বিবাদ চরমে! যশস্বীর মুম্বই ছাড়ার কারণ প্রকাশ্যে

যশস্বী জয়সওয়ালের হঠাৎ মুম্বই ছেড়ে গোয়া চলে যাওয়ার নেপথ্যে অজিঙ্ক রাহানে! দুই মুম্বইকরের মধ্যে সম্পর্ক যে ভাল নয় তা আগেও দেখা গিয়েছিল। অভদ্র ব্যবহারের কারণে যশস্বীকে দলীপ ট্রফির একটি ম্যাচে মাঠ থেকে বার করে দিয়েছিলেন রাহানে। যশস্বী নাকি এই বছর রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে রাহানের কিট ব্যাগে লাথিও মেরেছিলেন রেগে গিয়ে। রাহানের সঙ্গে এই সম্পর্কের কারণেই মুম্বই ছেড়ে গোয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যশস্বী। একটি ইংরাজি ওয়েবসাইটের খবর সে রকমই।এই বছর রঞ্জি ট্রফির গ্রুপ পর্বে মুম্বই বনাম জম্মু-কাশ্মীর ম্যাচের সময় রাহানের কিট ব্যাগে যশস্বী লাথি মেরেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তরুণ বাঁহাতি ওপেনারের অভিযোগ, জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে রঞ্জিতে হারের জন্য যশস্বীকে দায়ী করেছিলেন অধিনায়ক রাহানে এবং কোচ ওমকার সালভি। সেই ম্যাচে যশস্বী প্রথম ইনিংসে করেন ৪ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬। জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ১২০ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল মুম্বই। দ্বিতীয় ইনিংসেও ২৯০ রানের বেশি করতে পারেনি। সকলকে চমকে দিয়ে পাঁচ উইকেটে হেরে যায় তারা।ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে জিতে নজির গড়ল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আইপিএলে তিনটি দলের বিরুদ্ধে ২০ বা তার বেশি ম্যাচে জয় পেল তারা। পঞ্জাব কিংস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দাপট কলকাতার।বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদকে ৮০ রানে হারিয়ে দেয় কলকাতা। ইডেনে সেই জয় পেতেই নজির গড়ল তারা। এর আগে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে আইপিএলের ইতিহাসে ২১ বার জয় পেয়েছিল কলকাতা। এ বারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই তারা হারিয়ে দেয় বেঙ্গালুরুকে। সেটি ছিল বিরাট কোহলির দলের বিরুদ্ধে কলকাতার ২০তম জয়। বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধেও ২০তম জয় তুলে নিল কলকাতা। প্রথম দল হিসাবে আইপিএলে তিনটি দলের বিরুদ্ধে ২০ বা তার বেশি ম্যাচ জেতার নজির গড়ল নাইটেরা।ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ২০০ রান করে কলকাতা। অজিঙ্ক রাহানে (৩৮), অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (৫০), বেঙ্কটেশ আয়ার (৬০) এবং রিঙ্কু সিংহ (৩২) মিলে বড় রান তোলেন। সেই রান তাড়া করতে নেমে ১২০ রানে শেষ হয় যায় হায়দরাবাদ। তিনটি করে উইকেট নেন বৈভব অরোরা এবং বরুণ চক্রবর্তী। দু'টি উইকেট নেন আন্দ্রে রাসেল। একটি করে উইকেট নেন হর্ষিত রানা এবং সুনীল নারাইন।সূত্রের খবর, ম্যাচে শেষে রাহানে এবং সালভি প্রশ্ন তুলেছিলেন যশস্বীর দায়বদ্ধতা নিয়ে। যা শুনে রেগে যান তরুণ ওপেনার। সেই সঙ্গে মুম্বইয়ের প্রধান নির্বাচক সঞ্জয় পাতিলের বক্তব্য শুনে যশস্বীর মনে হয়, তাঁকে ইচ্ছাকৃত ভাবে লক্ষ্য করে আক্রমণ করা হচ্ছে। পাতিল বলেছিলেন, "জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে হার নিয়ে হতাশ। এটা মুম্বইয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে লজ্জার হার। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের দলে নিতে গিয়ে মুম্বইয়ের প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের বাদ দিতে হয়েছে। মুম্বইয়ের এমন ক্রিকেটার প্রয়োজন, যারা ম্যাচ জেতাতে পারে। সেটা এই ম্যাচে ছিল না। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের বোঝা উচিত তারা শুধু এই ম্যাচ খেলতে হয় বলে খেলতে আসেনি। মুম্বই সব সময় মাঠে নিজেদের ১০০ শতাংশ দেয়। এটাই মুম্বইয়ের সংস্কৃতি।"যশস্বীর মুম্বই ছাড়ার নেপথ্যে এই ম্যাচ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে ২০২২ সালের দলীপ ট্রফির ম্যাচে যশস্বীকে মাঠ থেকে বার করে দিয়েছিলেন রাহানে। সেই ম্যাচে বিপক্ষের ক্রিকেটার রবি তেজাকে কটূক্তি করেছিলেন যশস্বী। যা পছন্দ হয়নি রাহানের। সেই কারণেই তিনি যশস্বীকে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। নিজের দলের ক্রিকেটারকে এই ভাবে মাঠ থেকে বার করে দেওয়ার ঘটনা খুব একটা দেখা যায় না। রাহানের সঙ্গে তার পর থেকেই যশস্বীর সম্পর্ক খারাপ হয় বলে জানা গিয়েছে।গোয়ার খেলতে চাওয়ার কারণ হিসাবে যশস্বী বলেন, "আমাকে নতুন একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গোয়া আমাকে অধিনায়ক করতে চেয়েছে। আমার প্রথম লক্ষ্য ভারতের হয়ে ভাল খেলা। যখন দেশের খেলা থাকবে না, তখন আমি গোয়ার হয়ে খেলব। প্রতিযোগিতায় অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। একটা সুযোগ পেয়েছি আমি। মুম্বই ছাড়ার সিদ্ধান্ত কঠিন ছিল। আমি যা হতে পেরেছি, তা মুম্বইয়ের জন্যই। এই শহর আমাকে যশস্বী বানিয়েছে।"যশস্বী এবং রাহানে এখন আইপিএল খেলতে ব্যস্ত। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাহানে। যশস্বী খেলেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে। ২৬ মার্চ গুয়াহাটিতে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। সেখানে রাজস্থানকে হারিয়ে দেয় কলকাতা। ইডেনে এই দুই দল খেলবে ৪ মে।

একসঙ্গে খেলা দেখা-ডিনার, সোশাল মিডিয়ায় ইঙ্গিতবাহী পোস্ট! মাহভাশের প্রেমে মজে চাহাল?

সদ্য ধনশ্রী বর্মার সঙ্গে ডিভোর্স রয়েছে যুজবেন্দ্র চাহালের। কিন্তু সরকারিভাবে তাঁদের ডিভোর্সের অনেক আগে থেকেই চাহালের নতুন সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। আরজে মাহভাশের সঙ্গে বড়দিন পালন করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এমনকী দু'জনকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ দেখতেও দেখা যায়। সেই মাহভাশের একটি সোশাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে আবারও দুজনের সম্পর্কর জল্পনা বাড়ল।এখন আইপিএলে ব্যস্ত চাহাল। তার মধ্যেই মাহভাশের সোশাল মিডিয়া পোস্টে প্রতিক্রিয়া দিয়ে এখন তো নেটপাড়ায় চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছেন ভারতীয় স্পিনার। ব্যাপারটা ঠিক কী? মাহভাশ একটি রিল পোস্ট করেছেন। সেই রিলে তাঁকে হিন্দিতে বলতে শোনা যায়, "আমার জীবনে যে পুরুষ আসবে, সে-ই আমার জীবনে একমাত্র পুরুষ হবে। সে-ই আমার বন্ধু, সে-ই বয়ফ্রেন্ড আবার সে-ই স্বামী হবে।

আমার জীবন তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে। অপদার্থ পুরুষ চাই না। এই পরিস্থিতিতে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি না।"তবে নেটিজেনদের নজর কেড়েছে এই ভিডিওটির একটি লাইক।

সেটি করেছেন স্বয়ং চাহাল। আর সেই দেখেই জোর চর্চা নেটপাড়ায়। গুঞ্জন, রিলে চাহালের কথাই বলতে চেয়েছেন আরজে মাহভাশ। এক নেটিজেন লিখছেন, 'কোণে বসে ইউজি ভাই হাসছেন'।

আরেক ভক্তের কথায়, 'সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী কিন্তু চাহালের পছন্দই একমাত্র স্থায়ী।' আরেকজন লিখছেন, 'চাহাল ভাই তো আলোর চেয়েও দ্রুত।' কে এই মাহভাশ? পেশায় রেডিও জকি তিনি। নিজের কাজের দুনিয়ায় তিনি বেশ জনপ্রিয়। মাত্র ২৪ বছর বয়সে দিল্লির এই রেডিও জকি যথেষ্ট পরিচিতি পেয়েছেন। এ জে কে মাস কমিউনিকেশন রিসার্চ সেন্টারের ছাত্রী ছিলেন তিনি, যেখান থেকে পড়াশোনা করেছেন শাহরুখ খানও। দেশের প্রথম মহিলা প্র্যাঙ্কস্টার হিসাবেও পরিচিত মাহভাশ। গত বড়দিনে চাহালের সঙ্গে ক্রিসমাস লাঞ্চ সেরেছিলেন তিনি। সেই ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লেখেন, 'পরিবারের সঙ্গে লাঞ্চ।' তারপর থেকেই নেটপাড়ায় চাহাল-মাহভাশ ভাইরাল হওয়া শুরু। এবার কি নতুন মোড় নিচ্ছে তাঁদের বন্ধুত্ব?

জামশেদপুরের কাছে হার, আইএসএল ফাইনালে ওঠার লড়াই কঠিন হল মোহনবাগানের

প্রথম একাদশে নেই দলের সেরা অস্ত্র। অ্যাওয়ে ম্যাচে খেলতে নেমে তাই হারতে হল মোহনবাগানকে। আইএসএল সেমিফাইনালের প্রথম লেগে দুরন্ত লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত জিততে পারলেন না শুভাশিস বসুরা। ফাইনালে ওঠার জন্য যুবভারতীর দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে।জামশেদপুরের প্রবল গরম। তার মধ্যে নেই দলের দুই সেরা অস্ত্র মনবীর সিং ও আপুইয়া। খানিকটা ব্যাকফুটে থেকেই সেমিফাইনালের যুদ্ধে নেমেছিল মোহনবাগান। জামশেদপুর যাওয়ার আগে কোচ মোলিনা জানিয়েছিলেন, আইএসএল কাপ জেতার লক্ষ্য নিয়েই প্রস্তুতি নিয়েছেন। তবে অ্যাওয়ে ম্যাচে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে, এমনটা অনুমান ছিলই। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই লিগ শিল্ড জয়ীদের সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিলেন খালিদ জামিলের ছাত্ররা।৬ মিনিটের মাথাতেই প্রায় পেনাল্টি পেয়ে গিয়েছিল জামশেদপুর। বার্লার ক্রস গিয়ে লাগে আশিস রাইয়ের হাতে। তবে রেফারি কর্নার দেন। তারপর থেকেই তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ শুরু করে জামশেদপুর। ফল আসে ২৪ মিনিটে। তিনজন ডিফেন্ডারের প্রতিরোধ সত্ত্বেও সিভেরিওকে লক্ষ্য করে দারুণ পাস দেন এজে। সেই পাস থেকে দুরন্ত হেডে গোল সিভেরিওর। তবে ১৩ মিনিটের মাথায় গোল শোধ করল মোহনবাগান। বাঁপায়ে জেসন কামিংসের নেওয়া ফ্রিকিক সোজা ঢুকে গেল জামশেদপুরের গোলে। চেষ্টা করেও শট বাঁচাতে পারেননি গোলকিপার।দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার পরেও দীর্ঘক্ষণ ১-১ ছিল ম্যাচের ফল। ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে সংযুক্ত সময়ে জয়সূচক গোল জামশেদপুরের। মাঠের বাঁদিক থেকে ঋত্বিক দাসের ক্রস ধরে বিদ্যুৎগতিতে শট মারেন জাভি হার্নান্ডেজ। ওখানেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যায়। তবে হারলেও ফাইনালে যাওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে মোহনবাগানের। ম্যাচ শেষে কোচ মোলিনা জানিয়ে গেলেন, টিমের পারফরম্যান্সে তিনি খুশি। ফিরতি লেগে যুবভারতীতে একেবারে অন্য রূপে নামবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।

ব্রহ্মকুণ্ড মেলায় ক্রীড়া দপ্তরের স্টল প্রদর্শনে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মোহনপুর যুব বিষয়ক ক্রীড়া কার্য্যালয় এই প্রথম বারের মত ব্রহ্ম কুন্ড মেলাতে স্টল প্রদর্শন করেন। এই স্টল উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শিল, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, পশ্চিম জেলার সদস্য জয়লাল দাস, এডিসির ইএম রবীন্দ্র দেববর্মা, মোহনপুর মহকুমা প্রশাসক সুভাষ দত্ত, ও মোহনপুর আর ডি ব্লকের বিডিও ধরিত্রী শেখর প্রমুখ। স্টল উদ্বোধনের সময় দপ্তরের কর্মীরা সম্মানীয় বিশেষ অতিথিদের উত্তরীয় পড়িয়ে অভ্যার্থনা জ্ঞাপন করেন। সেই সঙ্গে ছোট ছোট ক্ষুদে খেলোয়াড়দের দ্বারা যোগা প্রদর্শন করা হয়। তাদের এই যোগা প্রদর্শন ও স্টলের সাজ-সজ্জা দেখে উপস্থিত জনগন ও অতিথিরা খুবই আনন্দিত বোধ করেন এবং যোগা খেলোয়াড়দেরকে উৎসাহিত করেন। এই অনুষ্ঠানে মোহনপুর মহকুমার সমস্ত শারীরিক শিক্ষকগণও উপস্থিত ছিলেন। এই খবর জানিয়েছেন মোহনপুর যুব বিষয়ক ক্রীড়া কার্য্যালয়ের আধিকারিক তথা ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসার শ্রীমতী জ্যোতি দাস। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

ইডেনে ভেঙ্কি-রিঙ্কু ঝড়, হাফসেঞ্চুরি অঙ্গকৃশের

পিচ বিতর্কের মধ্যে কেকেআরের নায়ক হয়ে উঠলেন রিঙ্কু সিং। বৃহস্পতিবারের ইডেন দেখল নাইট তারকার প্রত্যাবর্তন। পরপর উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকা কেকেআরের হাল ধরলেন। ভেঙ্কটেশ আইয়ারের সঙ্গে রিঙ্কুর জুটিই কেকেআরকে লড়াকু স্কোরে পৌঁছে দিল। তবে কেকেআর স্পিন সহায়ক উইকেট চাইলেও প্রথম ইনিংসে সেভাবে সাহায্য পেলেন না সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ঘূর্ণি বোলাররা।গত কয়েকদিন ধরে প্রবল ডামাডোল হয়েছে কেকেআরের পিচ ঘিরে। কেকেআরের দাবি মেনে ইডেন পিচে জল দেওয়া কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হল, বল টার্ন করানোর যাবতীয় বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পিচের ঘাস ছেঁটে একেবারে ফ্যাটফেটে করে ফেলেছেন মাঠকর্মীরা। শেষ পর্যন্ত পিচ দেখে খুশি হয়েছেন নাইট অধিনায়ক রাহানে। টসের সময়ে সঞ্চালকের প্রশ্নের জবাব দিতে বললেন, "পিচ দেখে আমি খুব খুশি। তবে এই পিচে আমরা প্রথমে বল করতে চেয়েছিলাম।"তবে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ধুঁকতে থাকে কেকেআর ইনিংস। দ্বিতীয় ওভারে মাত্র ১ রান করে আউট হয়ে যান কুইন্টন ডি'কক। পরের ওভারে আউট সুনীল নারিন। ম্যাচের হাল ধরেন অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। লড়াকু হাফসেঞ্চুরিতে অধিনায়কের সহযোদ্ধা হলেন তরুণ তুর্কি অঙ্গকৃশ রঘুবংশী। ২৭ বলে ৩৮ রান করে আউট হলেন রাহানে।তারপর থেকেই ইডেনে ম্যাচের মোড় ঘুরে গেল। ৩২ বলে হাফসেঞ্চুরি করলেও আগ্রাসী ব্যাটিং করতে গিয়ে উইকেট খোয়ালেন অঙ্গকৃশ। তিনি আউট হওয়ার পরে সংহারমূর্তি ধারণ করল ভেঙ্কি-রিঙ্কু জুটি। মাত্র ২৯ বলে ৬০ রান এল কেকেআর সহ-অধিনায়কের ব্যাট থেকে। ১৭ বলে ৩২ রানে যোগ্য সঙ্গত করলেন রিঙ্কু। গত মরশুমে রান পাননি রিঙ্কু। এবারেও প্রথম তিন ম্যাচে প্রশ্ন উঠেছিল তাঁকে নিয়ে। কিন্তু ইডেনে সমালোচকদের চুপ করিয়ে দিলেন পাঁচ ছক্কার নায়ক। ধুঁকতে থাকা দলকে লড়াকু স্কোরে পৌঁছে দিয়ে ভেঙ্কটেশও বোঝালেন, কেন তাঁর জন্য ২৩.৭৫ কোটি খরচ করেছে নাইট ম্যানেজমেন্ট। শেষ পর্যন্ত ২০০ রানের পাহাড় খাড়া করল নাইটরা।

বিলোনিয়া সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেটে ওয়াইসিসি কে হারালো নিউ স্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মাঝে কয়েকদিন বিরত থাকার পর ফের শুরু হলো লড়াই। তাতে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী স্থানীয় বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে আয়োজিত এক দিবসীয় ম্যাচে শুক্রবার মুখোমুখি হয় দ্য নিউ স্টার ও ওয়াইসিসি।

দুইদলের ম্যাচে এদিন ওয়াইসিসিকে ৪০ রানে পরাজিত করে নিউ স্টার। সকালে জয়ী দল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৫৪ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে লড়াই করার মত রান ২৪৯। ইনিংসে অদৃত মজুমদার(২৪), সজল দাস (৩৩), প্রিয়তোষ ত্রিপুরা (৪৪), দেবজিৎ বিশ্বাস(২৭) ও তুলতুল দেবনাথ(৩৭*) এর হাত ধরেই ইনিংসে এই রান তুলে নিউ স্টার। প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের মধ্যে অর্ঘ ধর তিনটি ও সুবর্ণ সরকার পেল দুটি করে উইকেট। জবাবে জয়ের জন্য ২৫০ রানের টার্গেট নিয়ে ওয়াইসিসি ব্যাট করতে নেমে জয়ী দলের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩৫ রানের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত ২০৯ রান তুলতে সক্ষম হয়। পরাজিত দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এদিন ইনিংসে ব্যাট হাতে নিয়ে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করে তুহিন পাল (২২), কৌশিক পাল (২০), শুভম দাস (৪৯), প্রণয় সাহা (২০) ও আকাশ দে(২২)। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে নীল বর্ধন পাঁচটি ও তুলতুল দেবনাথ চারটি করে উইকেট নেয়। মূলত বলা যায় তুলতুলের হাত ধরেই এদিন প্রতিপক্ষদের হারিয়ে আরো একটি ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় নিউ স্টার।

জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ উত্তরপ্রদেশে রাজ্যদল গঠনের লক্ষ্যে সিলেকশন ৭ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ২০ থেকে ২৭শে এপ্রিল, উত্তর প্রদেশের নয়ডাতে অনূর্ধ ১৯ বছরের বালক - বালিকা বিভাগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ন্যাশনাল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ ন এতে ত্রিপুরা দল অংশগ্রহণ করবে বলে স্থির হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে সিলেকশন ট্রায়ালের আয়োজন করা হচ্ছে।

রাজ্য দল অংশগ্রহণের জন্য টিম গঠন করা হবে আগামী ৭ই এপ্রিল সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটায় এন এস আর সি সি-র বক্সিং হলে ন ফেডারেশন থেকে ই- মেইল আসার পর রাজ্য টিম পাঠানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ন উপযুক্ত অনূর্ধ ১৯ বালক বালিকা উভয়-বিভাগের খেলোয়ারদের সিলেকশন ট্রায়ালে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই খবর জানিয়েছেন সংস্থার সচিব সমীর সাহা ।

আইপিএল ছেড়ে আচমকাই দেশে ফিরলেন রাবাডা

আইপিএল ছেড়ে হঠাৎ দেশে ফিরলেন কাগিসো রাবাডা। চলতি আইপিএলে মাত্র দু'টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। বুধবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষেও খেলতে দেখা যায়নি তাঁকে। তারপরেই গুজরাট টাইটান্স বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতি দিয়ে জানায়, দেশে ফিরতে হচ্ছে তারকা পেসারকে।আরসিবির বিরুদ্ধে টসের সময় গুজরাট অধিনায়ক শুভমান গিল রাবাডার অনুপস্থিতির বিষয়টি জানান। গিল বলেছিলেন, ব্যক্তিগত কারণে দলের সঙ্গে নেই তিনি। পরেরদিনই গুজরাট ফ্যাঞ্চাইজি রাবাডার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যাওয়ার বিষয়টা নিশ্চিত করেছে।গুজরাট টাইটান্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "রাবাডা ব্যক্তিগত কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গিয়েছেন। তিনি আমাদের দলের হয়ে প্রথম দু'টি ম্যাচ খেলেছেন।

খুবই জরুরি ব্যক্তিগত কারণে তিনি দেশে ফিরেছেন।" রাবাডার অনুপস্থিতিতে গুজরাটের বোলিং অ্যাটাক কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়বে, বলাই বাহুল্য। তবে তিনি কবে ফিরবেন বা আদৌ ফিরবেন কিনা, সেই ব্যাপারে এখন অবধি নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি।তবে না ফিরলে আইপিএলের নিয়ম অনুসারে শাস্তি কি পেতে পারেন রাবাডা? কী বলছে আইপিএলের নিয়ম? কোনও ক্রিকেটার যদি দল পাওয়ার পর আইপিএল'কে গুডবাই জানায়, তাহলে তাঁকে দু'বছর ব্যান করা হবে।

ইংরেজ ক্রিকেটার হ্যারি ব্রুক এমন শাস্তি ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। কিন্তু রাবাডা দু'টি ম্যাচ খেলে দেশে ফিরেছেন। তাই রাবাডার ক্ষেত্রে কেমন শাস্তি হতে চলেছে, আপাতত জানা যায়নি। চলতি আইপিএলে দুই ম্যাচে ২ উইকেট পেয়েছেন তিনি। ৩টি ম্যাচে ২টি জয় পেয়েছে গুজরাট। গুজরাটের পরবর্তী ম্যাচ সানরাইরার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে, ৬ এপ্রিল।

হেডকে নিয়ে 'আপত্তিকর' পোস্ট, নেটদুনিয়ায় প্রবল রোষে কেকেআর

ট্র্যাভিস হেডকে নিয়ে 'আপত্তিকর' পোস্ট করে বিতর্কে জড়াল কেকেআর। বৃহস্পতিবার ম্যাচ শেষে অজি তারকার ফর্ম নিয়ে কটাক্ষ করে একটি পোস্ট করা হয় নাইটদের সোশাল মিডিয়ায়। তারপর থেকেই প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে কেকেআর। অনেকেই বলছেন, কোনও ক্রিকেটারকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা শোভা পায় না।বৃহস্পতিবার ইডেনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে কেকেআর। এদিনের হার নিয়ে টানা তিন ম্যাচে হারল প্যাট কামিন্সের দল। অরেঞ্জ আর্মির ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হল হেডের রানখরা। অজি ওপেনার এখনও গতবারের মতো বিস্ফোরক ব্যাটিং করতে পারেননি। ফলে আগেরবারের মতো অবিশ্বাস রানের পাহাড়ও গড়তে পারছে না হায়দরাবাদ পয়েন্ট টেবিলের নিচের দিকে ধুঁকছে গতবারের ফাইনালিস্টরা। কেকেআরের বিরুদ্ধে অবশ্য হেডের ফর্ম ভালো নয় গতবছর থেকেই। কোয়ালিফায়ারে এবং ফাইনাল, দুই ম্যাচেই শূন্য রানে ফিরেছিলেন। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নেমে তাঁর সংগ্রহ ২ বলে ৪ রান। কেকেআর বোলিংয়ের সামনে টিকতেই পারেনি হায়দরাবাদ ব্যাটিং লাইন আপ। ৮০ রানে হারে অরেঞ্জ আর্মি। ম্যাচ শেষে কেকেআরের সোশাল মিডিয়ায় হেডকে নিয়ে একটি পোস্ট করা হয়। কেকেআরের বিরুদ্ধে গত তিন ম্যাচে অজি তারকার ব্যর্থতার খতিয়ান তুলে ধরা হয় সেখানে। তারপর থেকেই সোশাল মিডিয়ায় প্রশ্ন উঠছে, ব্যর্থ হলেও কোনও ক্রিকেটারকে কি এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে পারে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি? কেকেআর সমর্থকদের অনেকেও এই পোস্টের নিন্দা করেছেন। আবার অনেকে বলছেন, হেড ভারতের 'শত্রু'। তাই তাঁর ব্যর্থতা ঘিরে সমালোচনা হতেই পারে। সবমিলিয়ে, ম্যাচে দুরন্ত পারফর্ম করলেও সোশাল মিডিয়ার পিচে চাপে পড়ল নাইটরা।

ইডেনে জিতে নজির কলকাতার, আইপিএলে তিন দলের বিরুদ্ধে ২০ ম্যাচে জয় কেকেআরের

ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে জিতে নজির গড়ল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আইপিএলে তিনটি দলের বিরুদ্ধে ২০ বা তার বেশি ম্যাচে জয় পেল তারা। পঞ্জাব কিংস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দাপট কলকাতার।বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদকে ৮০ রানে হারিয়ে দেয় কলকাতা। ইডেনে সেই জয় পেতেই নজির গড়ল তারা। এর আগে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে আইপিএলের ইতিহাসে ২১ বার জয় পেয়েছিল কলকাতা। এ বারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই তারা হারিয়ে দেয় বেঙ্গালুরুকে। সেটি ছিল বিরাট কোহলির দলের বিরুদ্ধে কলকাতার ২০তম জয়। বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধেও ২০তম জয় তুলে নিল কলকাতা। প্রথম দল হিসাবে আইপিএলে তিনটি দলের বিরুদ্ধে ২০ বা তার বেশি ম্যাচ জেতার নজির গড়ল নাইটেরা।ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ২০০ রান করে কলকাতা। অজিঙ্ক রাহানে (৩৮), অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (৫০), বেঙ্কটেশ আয়ার (৬০) এবং রিঙ্কু সিংহ (৩২) মিলে বড় রান তোলেন। সেই রান তাড়া করতে নেমে ১২০ রানে শেষ হয় যায় হায়দরাবাদ। তিনটি করে উইকেট নেন বৈভব অরোরা এবং বরুণ চক্রবর্তী। দু'টি উইকেট নেন আন্দ্রে রাসেল। একটি করে উইকেট নেন হর্ষিত রানা এবং সুনীল নারাইন।

শালগড়ায় গোমতী নদীর ঘাটের উদ্বোধন করলেন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ এপ্রিল।। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা পরিকল্পনা ও সমন্বয় মন্ত্রী, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ১২ লক্ষাধিক টাকা দিয়ে নির্মিত নদী ঘাটে উদ্বোধন হলো আজ উদয়পুর শালগরা গোমতী নদীর তীরে। দীর্ঘদিন ধরে উদয়পুরের কৃষিজ প্রধান এলাকা শালগড়া এলাকার জনগণ গোমতী নদীতে একটি পাকা ঘাটের দাবি করে আসছিলেন। ৩১আর কে পুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের অর্থ পরিকল্পনা ও সমন্বয় মন্ত্রী, প্রনজিৎসিংহ রায় ওনার বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে এই ঘাটের জন্য বারো লক্ষাধিক টাকা ধার্য্য করেন। অবশেষে আজ বাসন্তী পুজোর সপ্তমী তিথিতে শালগড়া গোমতী নদী স্থিত নদী পাড়ে এই পাকাঘাটের উদ্বোধন করা হয়। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ছাড়াও কাকড়াবন শালগড়ায় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার , গোমতি জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পুরো পরিষদের পুরো পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, শালগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঠাকুর দাস সরকার এবং সমাজসেবী সবিতা নাগ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কৃষক ও শালগড়া এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে এলাকার স্থানীয় জনগণ এবং কৃষককুল বেজায় খুশি। এই নদীঘাট তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে ১২ লক্ষ ধিক টাকা।এই নদী ঘাটে উদ্বোধনের ফলে এলাকায় সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়

অসহায় বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়ালেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ এপ্রিল: রাজ্যের পাহাড়ি ও গ্রামীণ অঞ্চলে অসহায় পরিবারগুলোর ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিগত সরকারের সময়ে যে অব্যবস্থাপনা ছিল, তার আরেকটি দৃষ্টান্ত সামনে এলো। মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের অন্তর্গত আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৪৩ মাইল এলাকার ব্রজেন্দ্র রিয়াং ও তার পরিবার দীর্ঘদিন ধরে বিপিএল কিংবা অন্ত্যোদয় রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করে আসছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও, বিভিন্ন বাধার কারণে তিনি এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

সম্প্রতি, নিজের দুর্দশার কথা জানিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার কাছে পৌঁছান ব্রজেন্দ্র রিয়াং। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মন্ত্রী তার সমস্যাটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন এবং তেলিয়ামুড়ার মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। দীর্ঘ আলোচনা শেষে মহকুমা শাসককে ব্রজেন্দ্র রিয়াং-এর প্রকৃত অবস্থা ও তার বিপিএল বা অন্ত্যোদয় কার্ড পাওয়ার উপযুক্ততা সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

এছাড়া, মুঙ্গিয়াকামি বাজার এলাকার আরেক অসহায় ব্যক্তি, সুশীল দেববর্মার সহায়তার দিকেও বিশেষ নজর দেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। একসময় আততায়ীর গুলিতে গুরুতর আহত হয়ে তিনি একটি পা হারান। বর্তমানে কৃত্রিম পায়ের সাহায্য ছাড়া তার স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে, মন্ত্রী মহকুমা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তার জন্য কৃত্রিম পায়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এক সাক্ষাৎকারে জানান, জনগণের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করাই তার সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সাধারণ মানুষ যাতে তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, সে বিষয়ে প্রশাসন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ভবিষ্যতেও তিনি জনস্বার্থে কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সরকারি কাজে দুর্নীতির অভিযোগ পেয়ে ঘটনাসস্তলে পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: আবারো সরকারি কাজে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অধীন উদয়পুর রাজনগর এলাকার ৮০ মিটার রাস্তা নির্মাণ কাজে গুণগতমানের অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসীরা। আজ অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ প্রকৌশলীরা। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ বছর পর উদয়পুর মাতাবাড়ি আর ডি ব্লকের অধীন উদয়পুর রাজনগর এলাকার ৮০ মিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কাজটি সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য রাজনগর পঞ্চায়েত অধীন পঞ্চায়েত সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চায়েত সচিব আবার সরকারি কর্মচারী। প্রথম থেকেই কাজের গুণগতমান নিয়ে প্রশ্নোত্তর শুরু করেছে। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত সচিবকে বারবার জানানো হয়েছিল সরকারি নিয়ম অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে সেই ভাবে যেন কাজটি সম্পন্ন হয়। কিন্তু এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে কাজটির গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকায় সত্ত্বেও রাজনগর পঞ্চায়েত কোন পদক্ষেপ নেয় নি। অবশেষে এলাকাবাসীর তরফ থেকে মাতারবাড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নজরে বিষয়টি আনেন। অভিযোগের ভিত্তিতে আজ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন মাতারবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাস, ব্লকের বিডিও শুভব্রত দে সহ প্রকৌশলীরা। এবিষয়ে ব্লকের বিডিও শুভব্রত দে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে বলেন, অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। কাজটা গ্রাম পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত সচিবকে দেখাশোনা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কাজের গুণগতমান বজায় রেখে কাজটি যেন সম্পন্ন হয়। এদিকে, এলাকাবাসীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সরকার টাকা দিয়েছে সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে কাজ করতে। নতুবা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য যা যা করার দরকার তাই তারা করবেন বলে পরিষ্কার জানিয়েছে।

ব্যাংককে বিমসটেক সম্মেলনের মঞ্চে বৈঠক করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মোহম্মদ ইউনূস সঙ্গে।

পৃথক দুটি অভিযানে উদ্ধার ৪০০ ফুট সেগুন কাঠ

আগরতলা, ৪ এপ্রিল : বহুদিন বিরতির পর চোরাই সেগুন কাঠ উদ্ধারে সাফল্য পেল চুরাইবাড়ি বিট কর্মীরা। প্রতি রাতে কদমতলা বিটের তুলনায় চুরাইবাড়ি বিট এলাকাতে প্রচুর পরিমাণ চোরাই সেগুন কাঠ পাচার হয়। পৃথক দুটি অভিযানে ৪০০ ফুট সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করে বনকর্মীরা। কিন্তু ওই ঘটনায় কাউকে আটক করা যায় নি।

উল্লেখ্য, চুরাইবাড়ি বিট এলাকার সবগুলি পাহাড় বর্তমানে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। গত দুমাসে কদমতলা বিট এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণ সেগুন কাঠ বোঝাই গাড়ির আটক করা হয়। চুরাইবাড়িতে বেশ কয়েকটি অবৈধ কেবিনেটও রয়েছে সেই কেবিনেটের আড়ালে চলছে সেগুন কাঠের চোরা চালান। এদিন গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চুরাইবাড়ি ফরেস্ট বীট ইনচার্জ আশুতোষ মালাকারের নেতৃত্বে পৃথক দুটি স্থান থেকে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার চেরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বন দপ্তরের কর্মীরা। শুক্রবার সকালে দলবল নিয়ে বীট ইনচার্জ চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডের দেবু দেব ও পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের হান্নান মিয়ার বাড়ির পাশ থেকে প্রায় পাঁচ খাম চেরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার করেন।সাথে একটি টুকটুক সহ আরো কিছু কাঠ উদ্ধার করা হয়। কিন্তু ওই ঘটনায় কাউকে আটক করা যায় নি। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর। পাশাপাশি বিট ইনচার্জ জানিয়েছেন এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে।

বৌদিকে প্রানে মারার হুমকি দেবরের বিরুদ্ধে মামলা

আগরতলা, ৪ এপ্রিল : রেশন কার্ডে নাম নথিভুক্ত করার বিষয়কে কেন্দ্র করে বৌদিকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছেন দেবর। আজ ওই গৃহবধূ আমতলী থানায় অভিযুক্ত দেবরের বিরুদ্ধে লিখিত মামলা দায়ের করেন। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার এক নং ওয়ার্ডের রঞ্জন সরকারের ছোট ছেলে অমিত সরকার ওরফে জয়ন্ত তার বৌদি এবং ভাতিজার নাম রেশন কার্ডের নথিভুক্ত করতে তার নিজের আধার কার্ড দিতে অস্বীকার করছেন। যার ফলে তার বৌদি এবং ভাতিজা বেশ কয়েক মাস ধরে রেশন কার্ডে নাম নথিভুক্ত করতে পারছে না। রেশন কার্ডের কথা অমিত সরকার ওরফে জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলে তার বৌদিকে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করেন। খুন করার হুমকি প্রদান করে বলে অভিযোগ বৌদির। এই অবস্থায় ওই গৃহবধূ শুক্রবার বিকেলে আমতলী থানায় অভিযুক্ত দেবর অমিত সরকার ওরফে জয়ন্ত এর বিরুদ্ধে লিখিত আকারে মামলা দায়ের করে। পুলিশ ওই গৃহবধূকে আশ্বাস দিয়েছে বিষয়টি তারা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অমিত সরকার ওরফে জয়ন্ত এর বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। জানা গেছে এর আগেও একইভাবে ওই গৃহবধূ তার দেবরের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ এনে আমতলী থানায় লিখিত আকারে মামলার করেছিলেন। কিন্তু পরে অভিযুক্ত অমিত ওরফে জয়ন্ত আমতলী থানায় তার বৌদির পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বিষয়টি মীমাংসা করেছিল কিন্তু তারপরেও সে নিজেকে পরিবর্তন করেননি। এইবার অমিত সরকার ওরফে জয়ন্ত এর বিরুদ্ধে আইনি বিচার চেয়ে থানায় লিখিত মামলা দায়ের করলেন বৌদি।

পঞ্চায়েতের সদস্যদের শপথ বাক্য গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ এপ্রিল: স্ব দলীয় কোন্দলের জেরে স্ব মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত মাতাবাড়ি ব্লকের রাজনগর পিত্রা ও ফোটামাটি এলাকার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে আজ পঞ্চায়েত প্রধান সহ সদস্য সদস্যরা শপথ বাক্য পাঠ করেন পঞ্চায়েত গঠন করেছেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে গত ২০২৪ ইংরেজি সনের জুলাই মাসে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে এই তিনটি পঞ্চায়েত গঠন করতে ব্যর্থ হয় শাসক দল বিজেপি। এই নিয়ে নানা কৌতূহল এবং গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছিল। এই তিনটি পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যরা গোসা করে জুলাই মাসে শপথ বাক্য গ্রহণ করেননি। বিভিন্ন পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক কাজের গতিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। জনগণের মধ্যে খোভ পুঞ্জিভূত হয়েছিল।এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজ মাতাবাড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের অফিসের কনফারেন্স হলে ৩ টি পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যাদের শপথ বাক্য পাঠের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা জনজাতি নেতা এবং৩০ কিল্লা বাগমা বিধানসভা এলাকার বিধায়ক রাম পদ জমাতিয়া, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাস সহদলের অন্যান্য নেত্রী বর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন মন্ত্রী রামপদ বলেন যে কোন উদ্ভূত ঘটনা নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথা কর্মীদের বলেছেন। তবেই সবকা সাথ সবকা বিকাশ সফল হবে বলে রাম পদ বাবু অভিমত ব্যক্ত করেন।অনেক দিনের একটা দলীয় কুন্দলের সমাপ্তি হয়েছে বলে তথ্যাবিজ্ঞ মহল মনে করেন। এই তিনটি পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক কাজের গতি বাড়বে বলে নেতা কর্মী এবং গ্রামবাসীরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

সংস্কৃত ও আধুনিক বিজ্ঞানের সংমিশ্রন: আইআইটি হায়দ্রাবাদ এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রীষ্মকালীন স্কুল প্রোগ্রাম

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: আইআইটি হায়দ্রাবাদ এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা (আইকেএস) সেলের যৌথ তত্ত্বাবধানে, ২ জুন থেকে ২২ জুন পর্যন্ত ২১ দিনের একটি গ্রীষ্মকালীন স্কুল প্রোগ্রাম আয়োজন করা হচ্ছে। এই প্রোগ্রামটির লক্ষ্য ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত অধ্যয়নকে আধুনিক আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতির সাথে একীভূত করা, যা একটি সমৃদ্ধ এবং গভীর একাডেমিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

এই প্রোগ্রাম চলাকালীন, অংশগ্রহণকারীরা গবেষণা বৃদ্ধি, সমস্যা-ভিত্তিক শিক্ষা, প্রযুক্তিগত লেখা এবং প্রকল্প-ভিত্তিক গবেষণার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এছাড়াও, তারা সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত জ্ঞান প্রকাশের জন্য কোডিং, ডিজিটাল মিডিয়া প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক লেখার প্রশিক্ষণ পাবেন। জীবন দক্ষতা এবং নেতৃত্ব বিকাশের উপর বিশেষ অধিবেশনও পরিচালনা করা হবে, যেখানে দল গঠন, যোগাযোগ দক্ষতা এবং সময় ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হবে। ইন্টারেক্টিভ সেশন এবং কর্মশালা অংশগ্রহণকারীদের আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি বুঝতে সাহায্য করবে।

আইকেএস সেলের সমন্বয়কারী ড. ডি. দয়ানাথ বলেছেন যে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, গবেষক এবং অনুষদ সদস্য (অতিথি/চুক্তিভিত্তিক অনুষদ এবং সহকারী অধ্যাপক সহ) এই গ্রীষ্মকালীন স্কুলে অংশগ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ৪০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং নির্বাচন একটি লেখার দক্ষতা পরীক্ষা এবং একটি সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে করা হবে। আইআইটি হায়দ্রাবাদ নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা এবং খাবারের ব্যবস্থা করবে। গ্রীষ্মকালীন স্কুল প্রোগ্রামের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, ২০২৫।

আগামী দুই বছরে রাজ্যে প্রায় ১০ হাজার হেক্টর তেল পাম চাষের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল: পতঞ্জলি ফুডস আগামী দুই বছরে ত্রিপুরায় প্রায় ১০,০০০ হেক্টর তেল পাম চাষের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেড কর্তৃক আয়োজিত পোলো টাওয়ার হোটেলে শুক্রবার ত্রিপুরায় ওয়েল পাম চাষের উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

পতঞ্জলি ফুডসের এনইআর প্রধান অশোক কুমার সিং বলেন, এদিনের কর্মশালার মূল লক্ষ্য হল ত্রিপুরায় তেল পাম চাষ সম্প্রসারণ করা। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, ত্রিপুরায় ৩০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, যা এককালীন সমাধান হিসেবে কাজ করবে যেখানে একটি মিল স্থাপন করবে পতঞ্জলি। অবিলম্বে তেল পাম গাছের জন্য একটি নার্সারি রোপণ করা হবে, একটি ডেমো প্ল্যান্টেশন স্থাপন করা হবে এবং কৃষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে যাতে তারা যথাযথ এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পান। আগামী তিন মাসের মধ্যে কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এখানকার আবহাওয়া এবং পরিবেশ তেল পাম চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত এবং আগামী দুই বছরে প্রায় ১০,০০০ হেক্টর জমি চাষ করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, পতঞ্জলি কেবল ত্রিপুরায় নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বে এই দিকে নিবেদিতপ্রাণভাবে কাজ করছে। উল্লেখ্য, যে ত্রিপুরায় তেল পাম গাছ লাগানোর উপর একটি কর্মশালা আজ সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব অপূর্ব রায়, আইএএস, বিশেষ অতিথি কৃষি পরিচালক ডঃ ফণী ভূষণ জামাতিয়া এবং উদ্যান পালনের পরিচালক দীপক দাস সহ পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেডের প্রধান প্রতিনিধিরা, অশোক কুমার সিং (এনইআর প্রধান, পতঞ্জলি), সুভাষ ভট্টাচার্য (এনইআর উপদেষ্টা,পতঞ্জলি) এবং অয়ন সরকার (ত্রিপুরা রাজ্য প্রধান, পতঞ্জলি) সহ আরও বেশ কয়েকজন ঊর্ধতন কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। পতঞ্জলির আওতাধীন বিভিন্ন জেলার কিছু ওয়েল পাম চাষি কর্মশালায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেডের প্রধান, উপদেষ্টা এবং রাজ্য প্রধান এবং শুক্রবার বিভিন্ন জেলার উদ্যানপালনের উপ-পরিচালকরা সরকারি কর্মকর্তাদের সম্মানিত করেছেন।

জাতীয় ভোজ্য তেল মিশন - তেল পাম (এনএমইও-ওপি) প্রকল্পের অধীনে ত্রিপুরায় তেল পাম চাষের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা সহ কর্মশালাটি ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। রাজ্যে বৃক্ষরোপণের অগ্রগতি বৃদ্ধির কৌশল, মূল চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলি।

বস্তা থেকে দুর্গন্ধকে ঘিরে কৌতুহলী জনতার ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ এপ্রিল।। বস্তা থেকে দুর্গন্ধযুক্ত গন্ধ বেরুনোকে কেন্দ্র করে এলাকায় কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ কাকড়াবন থানার অন্তর্গত রানী ব্রিজ সংলগ্ন ছড়া এলাকায় বস্তা থেকে দুর্গন্ধ দুর্গন্ধ বরোয়।এলাকার জনগণ একত্রিত হতে থাকেনরহস্য উদঘাটনের জন্য। প্রত্যক্ষদর্শীরা এই ঘটনার জন্য নিকটবর্তী কাকড়াবন থানায় খবর প্রেরণ করেন। খবর পেয়ে কাকরবন থানা থেকে পুলিশ কর্মীরা রানি এলাকার ব্রীজ সংলগ্ন ছড়ায় দুর্গন্ধ শুনতে পান।এলাকাবাসীর অভিযোগ এই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ আসার দু''ঘণ্টা পরও কাকড়াবন থানার পুলিশ বিশেষ করে পুলিন দাস কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

পরবর্তীতে এলাকাবাসী সংবাদ কর্মীদের খবর দিলে, সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহ করতে গেলে কাকড়াবন থানার পুলিশ সাংবাদিকদের দেখে বস্তা খুলতে এগিয়ে আসেন।অথচ কাকড়াবন থানার পুলিশ পুলিন দাস দুই ঘন্টা আগে এই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারনে ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বস্তা খুলে দুর্গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায় বস্তার মধ্যে কে বা কারা একটি মরা কুকুর বস্তা বন্দী করে রানী ব্রিজ সংলগ্ন ছড়াতে ফেলে গিয়েছেন। প্রথমে এলাকার জনগণের মধ্যে দুর্গন্ধের কারণ অনুসন্ধানের কৌতুহল জাগে, পরবর্তীতে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে কাকরাবন থানার পুলিশের দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্য ২ ঘন্টা ধরে মানুষ উৎকণ্ঠের মধ্যে কাটিয়েছে। এই ঘটনা এলাকায় কাকড়াবন থানার বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখাতে থাকেন।। কারন পুলিন দাস গাড়ি চ্যাকিংয়ের নামে গাড়ি চালকদের কাছ থেকে প্রতিদিন উৎকোচ নিতেন- এই অভিযোগে উনাকে ট্রাফিক দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে পুলিন দাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠছে।

নেশাখোর স্বামীর আক্রমণে আহত জনজাতি গৃহবধু

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: নেশাখোর স্বামীর আক্রমণে আহত হলেন এক জনজাতি গৃহবধূ। গতকাল সন্ধ্যায় সাব্রুম থানাধীন রতনমনি এডিসি ভিলেজে ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, প্রতিনিয়ত স্বামী চিরঞ্জিত ত্রিপুরা নেশাগ্রস্ত হয়ে স্ত্রী মনিকা ত্রিপুরাকে দৈহিক নির্যাতন করে। গতকাল রাতেও কোনো একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে দুইজনের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়েছিল। বাকবিতন্ডা একসময় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। স্বামীর প্রহারে একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন স্ত্রী। সাথে সাথে স্থানীয় জনগণ পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত গৃহবধূকে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas